

সূরা ৪৩ : যুখরুফ, মাকী ৪৩ - سورة الزخرف، مَكِّيَّة

(আয়াত ৮৯, রুকু ৭)

(آيَاتُهَا : ৮৯, رُكُوعَاتُهَا : ৭)

পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি)।	بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ.
১। হা, মীম।	১. حم
২। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের!	২. وَالْكِتَابِ الْمُبِينِ
৩। আমি এটা অবতীর্ণ করেছি আরাবী ভাষায় কুরআন রূপে, যাতে তোমরা বুঝতে পার।	৩. إِنَّا جَعَلْنَاهُ قُرْءَانًا عَرَبِيًّا لَّعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ
৪। এটা রয়েছে আমার নিকট উম্মুল কিতাবে; এটা মহান, জ্ঞানগর্ভ।	৪. وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِّي حَكِيمٌ
৫। আমি কি তোমাদের হতে এই উপদেশ বাণী সম্পূর্ণ রূপে প্রত্যাহার করে নিব এই কারণে যে, তোমরা সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়?	৫. أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَنْ كُنْتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ
৬। পূর্ববর্তীদের নিকট আমি বহু নাবী প্রেরণ করেছিলাম।	৬. وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيِّ فِي الْأَوَّلِينَ

إِنَّهُ لَقُرْءَانٌ كَرِيمٌ. فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ. لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ. تَنْزِيلٌ
مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ

নিশ্চয়ই এটা সম্মানিত কুরআন যা আছে সুরক্ষিত কিতাবে, যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। ইহা জগতসমূহের রবের নিকট হতে অবতীর্ণ। (সূরা ওয়াকি'আ, ৫৬ : ৭৭-৮০) অন্যত্র রয়েছে :

كَلَّا إِنَّهَا تَذْكِرَةٌ. فَمَن شَاءَ ذَكَرْهُ. فِي صُحُفٍ مُّكَرَّمَةٍ. مَّرْفُوعَةٍ مُّطَهَّرَةٍ.
بِأَيْدِي سَفَرَةٍ. كِرَامٍ بَرَرَةٍ

না, এই আচরণ অনুচিত, এটাতো উপদেশ বাণী; যে ইচ্ছা করবে সে ইহা স্মরণ রাখবে, ইহা আছে মর্যাদাময় পত্রসমূহে (লিখিত) (এবং) উন্নত পুতঃ লেখকদের হাতে (সুরক্ষিত)। (সূরা আবাসা, ৮০ : ১১-১৬) এর পরবর্তী আয়াতের একটি অর্থ এই করা হয়েছে :

أَفَنَضْرِبُ عَنْكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُّسْرِفِينَ তোমরা কি এটা মনে করে নিয়েছ যে, তোমাদের আনুগত্য না করা এবং আদেশ নিষেধ মান্য না করা সত্ত্বেও আমি তোমাদেরকে ছেড়ে দিব এবং তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করবনা? এ আয়াত সম্পর্কে ইহা হল ইব্ন আব্বাস (রাঃ), আবু সালিহ (রহঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং সুদ্দীর (রহঃ) ব্যাখ্যা। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটিকে সমর্থন করেছেন। (তাবারী ২১/৫৬৭-৫৬৮) এ বিষয়ে কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এই উম্মাতের প্রাথমিক সময়ের লোকেরা যখন এই কুরআনকে অবিশ্বাস করেছিল তখনই যদি এটাকে উঠিয়ে নেয়া হত তাহলে সমগ্র দুনিয়া ধ্বংস করে দেয়া হত। কিন্তু আল্লাহর প্রশস্ত রাহমাত এটা পছন্দ করেনি এবং আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা অনুযায়ী এটি বিশ কিংবা তার অধিক বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হতে থাকে। (তাবারী ২১/৫৬৮) এ উক্তির ভাবার্থ খুবই উত্তম। তা হল আল্লাহ তা'আলার স্নেহ ও দয়া যে, অস্বীকারকারী ও দুষ্টমতি লোকদের দুষ্টামির কারণে তাদেরকে ওয়ায-নাসীহাত ও উপদেশ দান পরিত্যাগ করা হয়নি, বরং তা এখনও চালু রাখা হয়েছে যাতে তাদের সৎ লোকেরা সংশোধিত হয়ে যায় এবং সংশোধন হতে অনিচ্ছুক লোকদের উপর যুক্তি-প্রমাণ সমাপ্ত হয়ে যায়।

কুরাইশদের ঈমান না আনার কারণে রাসূলকে (সাঃ) সান্ত্বনা দান

এরপর মহামহিমাবিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সান্ত্বনা দিয়ে বলেন :

وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِنْ نَبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ هে নাবী! তোমাকে তোমার কাওম যে অবিশ্বাস করছে এতে তুমি দুঃখিত ও চিন্তিত হয়োনা, বরং ধৈর্য ধারণ কর।

وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ এদের পূর্ববর্তী কাওমদের নিকটেও নাবী/রাসূলগণ এসেছিল, তখন তারাও তাদেরকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ ও উপহাস করেছিল। অতঃপর আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা‘আলা বলেন :

فَاهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَطْشًا তাদের মধ্যে যে অবিশ্বাসকারীরা ছিল তারা এদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করেছিলাম। আর এভাবে চলে আসছে পূর্ববর্তীদের অনুরূপ দৃষ্টান্ত। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ অন্য আয়াতে বলেন :

أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
كَانُوا أَكْثَرُ مِنْهُمْ وَأَشَدَّ قُوَّةً

তারা কি পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি ও দেখেনি তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল? পৃথিবীতে তারা ছিল এদের অপেক্ষা সংখ্যায় অধিক এবং শক্তিতে ও কীর্তিতে অধিক প্রবল। (সূরা মু‘মিন, ৪০ : ৮২) এই বিষয়ের আরও বহু আয়াত রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ত বর্ণিত হয়েছে অর্থাৎ তাদের রীতি-নীতি, শাস্তি ইত্যাদি। আল্লাহ তা‘আলা তাদের পরিণামকে পরবর্তী অবিশ্বাসীদের জন্য শিক্ষা ও উপদেশের বিষয় করেছেন। যেমন তিনি এই সূরার শেষের দিকে বলেন :

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ

অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৫৬) অন্য জায়গায় বলেন :

سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ

আল্লাহর এই বিধান পূর্ব হতেই তাঁর বান্দাদের মধ্যে চলে আসছে। (সূরা মু'মিন, ৪০ : ৮৫) অন্য এক জায়গায় বলেন :

وَلَنْ نَّجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا

তুমি কখনও আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। (সূরা আহযাব, ৩৩ : ৬২)

<p>৯। তুমি যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর : কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন? তারা অবশ্যই বলবে : এগুলিতো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ -</p>	<p>৯. وَلَيْنَ سَأَلْتَهُم مِّنْ خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ</p>
<p>১০। যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে করেছেন শয্যা এবং ওতে করেছেন তোমাদের চলার পথ, যাতে তোমরা সঠিক পথ পেতে পার;</p>	<p>১০. الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَجَعَلَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ</p>
<p>১১। এবং যিনি আকাশ হতে বারি বর্ষণ করেন পরিমিতভাবে। এবং আমি তদ্বারা সঞ্জীবিত করি নির্জীব ভূখন্ডকে। এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।</p>	<p>১১. وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ فَأَنشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيْتًا كَذَلِكَ تُخْرَجُونَ</p>
<p>১২। এবং যিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেন এবং যিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি</p>	<p>১২. وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا</p>

করেন এমন নৌযান ও আন'আম যাতে তোমরা আরোহণ কর -	وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ
১৩। যাতে তোমরা ওদের পৃষ্ঠে স্থির হয়ে বসতে পার, তারপর তোমাদের রবের অনুগ্রহ স্মরণ কর যখন তোমরা ওর উপর স্থির হয়ে বস এবং বল : পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে।	۱۳. لَتَسْتَوُوا عَلَى ظُهُورِهِ ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا أَسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَنَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِينَ
১৪। আমরা আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাবর্তন করব।	۱۴. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُونَ

‘মূর্তি পূজকরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা’ এর আরও কয়েকটি উদাহরণ

আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

হে مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولَنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ
মুহাম্মাদ! তুমি যদি এই মুশরিকদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, আকাশমণ্ডলী ও
পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে অবশ্যই তারা উত্তরে বলবে যে,
পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহই এগুলি সৃষ্টি করেছেন। এভাবে তারা তাঁর
একাত্মবাদকে স্বীকার করে নেয়া সত্ত্বেও তাঁর সাথে ইবাদাতে তাদের মিথ্যা
মা‘বুদদেরকেও শরীক করছে। মহান আল্লাহ বলেন :

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا

শয্যা এবং ওতে করেছি তোমাদের চলার পথ যাতে তোমরা সঠিক পথে চলতে পার। অর্থাৎ যমীনকে আমি স্থির ও ময়বূত বানিয়েছি, যাতে তোমরা এর উপর উঠা-বসা ও চলা-ফিরা করতে পার এবং শুইতে ও জাগতে পার। অথচ স্বয়ং এ যমীন পানির উপর রয়েছে, কিন্তু ময়বূত পর্বতমালা এতে স্থাপন করে দিয়ে একে হেলা-দোলা ও নড়াচড়া করা হতে মুক্ত রাখা হয়েছে।

وَجَعَلَ لَكُم فِيهَا سُبُلًا لَّعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ এতে চলাচলের পথ বানিয়ে দেয়া হয়েছে যাতে তোমরা এক শহর হতে অন্য শহরে এবং এক দেশ হতে অন্য দেশে গমনাগমন করতে পার।

وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً بِقَدَرٍ তিনি আকাশ হতে এমন পরিমিত পরিমাণে বৃষ্টি বর্ষণ করেন যে, তা জমির জন্য যথেষ্ট হয়। এর ফলে ভূমি শস্য-শ্যামল হয়ে ওঠে। এই পানি মানুষ ও অন্যান্য জীবজন্তুও পান করে থাকে।

فَأَنْشَرْنَا بِهِ بَلْدَةً مَّيِّتًا এই বৃষ্টির দ্বারা মৃত ও শুষ্ক জমিকে সজীব করে তোলা হয়। শুষ্কতা সিক্ততায় পরিবর্তিত হয়। জঙ্গল ও মাঠ-মাইদান সবুজ-শ্যামল হয়ে ওঠে এবং গাছপালা ফুলে ফুলে পূর্ণ হয়ে যায়। বিভিন্ন প্রকারের সুন্দর ও সুস্বাদু ফল-মূল উৎপন্ন হয়। এটাকেই আল্লাহ তা'আলা মৃতকে পুনর্জীবিত করার দলীল হিসাবে বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন : এভাবেই তোমাদেরকে পুনরুত্থিত করা হবে।

كَذَلِكَ نُخْرِجُوهَا অতঃপর তোমাদের সবাইকে তাঁর কাছে উপস্থিত করা হবে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَالَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا তিনি যুগলসমূহের প্রত্যেককে সৃষ্টি করেছেন। তিনি শস্য, ফল-ফুল, শাক-সবজী ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকারের জিনিস জোড়ায় জোড়ায় সৃষ্টি করেছেন। মানুষের উপকারের জন্য তিনি সৃষ্টি করেছেন নানা প্রকারের জীবজন্তু।

وَجَعَلَ لَكُم مِّنَ الْفُلْكِ وَالْأَنْعَامِ مَا تَرْكَبُونَ সামুদ্রিক সফরের জন্য তিনি নৌযানের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন এবং স্থল ভাগের সফরের জন্য তিনি সরবরাহ করেছেন চতুষ্পদ জন্তু। এগুলোর মধ্যে মানুষ কতকগুলোর গোশত আহার করে থাকে এবং কতকগুলো তাদেরকে দুধ দিয়ে থাকে।

لَتَسْتَوُوا عَلَىٰ ظُهُورِهِ آরা কতকগুলো তাদের সওয়ারীর কাজে ব্যবহৃত হয়। তারা ঐগুলোর উপর তাদের বোঝা চাপিয়ে দেয় এবং নিজেরাও সওয়ার হয়। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

ثُمَّ تَذْكُرُوا نِعْمَةَ رَبِّكُمْ إِذَا اسْتَوَيْتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا توماদের উচিত, সওয়ার হওয়ার পর আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশার্থে বলবে : পবিত্র ও মহান তিনি যিনি এদেরকে আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন, যদিও আমরা সমর্থ ছিলামনা এদেরকে বশীভূত করতে। আর আমরা (মৃত্যুর পর) আমাদের রবের নিকট অবশ্যই প্রত্যাভর্তন করব। এই আগমন ও প্রস্থান এবং এই সংক্ষিপ্ত সফরের মাধ্যমে আখিরাতের সফরকে স্মরণ কর। দুনিয়ার পাথেয়র বর্ণনা দেয়ার পর আল্লাহ তা'আলা আখিরাতের পাথেয়র দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন :

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ

আর তোমরা তোমাদের সাথে পাথেয় নিয়ে নাও। বস্তুতঃ উৎকৃষ্ট পাথেয় হচ্ছে তাকওয়া বা আত্মসংযম। (সূরা বাকারাহ, ২ : ১৯৭) অনুরূপভাবে পার্থিব পোশাকের বর্ণনা দেয়ার পর পারলৌকিক পোশাকের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করে বলেন :

وَرِيشًا وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ

আল্লাহভীতির পরিচ্ছদই হচ্ছে সর্বোত্তম পরিচ্ছদ। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ২৬)

<p>১৫। তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ।</p>	<p>۱۵. وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا ۚ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ</p>
<p>১৬। তিনি কি তাঁর সৃষ্টি হতে নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ</p>	<p>۱۶. أَمْ آتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ</p>

করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা?	وَأَصْفَنَكُمْ بِالْبَنِينَ
১৭। দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকে সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার মুখমন্ডল কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃসহ মর্ম যাতনায় ক্লিষ্ট হয়।	١٧. وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ
১৮। তারা কি আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে আবৃত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ?	١٨. أَوْ مَنْ يُنشِئُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ
১৯। তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গন্য করেছে। এদের সৃষ্টি কি তারা প্রত্যক্ষ করেছিল? তাদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে।	١٩. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنثًا أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ ۖ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ
২০। তারা বলে : দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই; তারাতো শুধু মিথ্যাই বলছে।	٢٠. وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ ۗ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ

‘আল্লাহর সন্তান রয়েছে’ কাফিরদের এরূপ উক্তির প্রতি ধিক্কার

আল্লাহ তা‘আলা মুশরিকদের ঐ অপবাদ ও মিথ্যার খবর দিচ্ছেন যে, তারা তাদের পশুদের কতক তাদের দেবতাদের নামে এবং কতক তাঁর নামে উৎসর্গ করত, যার বর্ণনা সূরা আন‘আমের নিম্নের আয়াতে রয়েছে :

وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا ۚ فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ ۚ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَىٰ شُرَكَائِهِمْ ۖ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ

আর আল্লাহ যে সব শস্য ও পশু সৃষ্টি করেছেন, তারা (মুশরিকরা) ওর একটি অংশ আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করে থাকে। অতঃপর নিজেদের ধারণা মতে তারা বলে যে, এই অংশ আল্লাহর জন্য এবং এই অংশ আমাদের শরীকদের জন্য। কিন্তু যা তাদের শরীকদের জন্য নির্ধারিত হয়ে থাকে, তাতো আল্লাহর দিকে পৌঁছোনা, পক্ষান্তরে যা আল্লাহর জন্য নির্ধারণ করা হয়েছিল তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে থাকে। এই লোকদের ফাইসালা ও বন্টন নীতি কতই না নিকৃষ্ট! (সূরা আন‘আম, ৬ : ১৩৬) অনুরূপভাবে মুশরিকরা ছেলে ও মেয়েদের ভাগ বন্টন করে মেয়েদেরকে সাব্যস্ত করত আল্লাহর জন্য, যারা তাদের ধারণায় ঘৃণ্য ছিল, আর ছেলেদেরকে নিজেদের জন্য পছন্দ করত। যেমন মহান আল্লাহ অন্য জায়গায় বলেন :

أَلَكُمُ الذَّكَرُ وَلَهُ الْأُنثَىٰ. تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ

তাহলে কি পুত্র-সন্তান তোমাদের জন্য এবং কন্যা-সন্তান আল্লাহর জন্য? এ ধরনের বন্টনতো অসঙ্গত। (সূরা নাজম, ৫৩ : ২১-২২) এখানেও আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورٌ مُّبِينٌ তারা তাঁর বান্দাদের মধ্য হতে তাঁর অংশ সাব্যস্ত করেছে। মানুষতো স্পষ্টই অকৃতজ্ঞ। এরপর মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

أَمْ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُمْ بِالْبَنِينَ

নিজের জন্য কন্যা সন্তান গ্রহণ করেছেন এবং তোমাদেরকে বিশিষ্ট করেছেন পুত্র সন্তান দ্বারা? এর দ্বারা আল্লাহ তা'আলা মুশরিকদের উজ্জিকৈ চরমভাবে অস্বীকার করেছেন। তারপর পূর্ণভাবে অস্বীকৃতি জানিয়ে বলেন :

وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ

كَظِيمٌ দয়াময় আল্লাহর প্রতি তারা যা আরোপ করে তাদের কেহকেও সেই সন্তানের সংবাদ দেয়া হলে তার চেহারা লজ্জায় কালো হয়ে যায়। সমাজে মানুষের কাছে সে মুখ দেখায়না। এটা যেন তার কাছে খুবই লজ্জার ব্যাপার। অথচ সে নিজের পূর্ণ নির্বুদ্ধিতা প্রকাশ করে বলে যে, আল্লাহর কন্যা সন্তান রয়েছে। এটা কতই না বিস্ময়কর ব্যাপার যে, তারা নিজেদের জন্য যা পছন্দ করেনা তা'ই আল্লাহর জন্য সাব্যস্ত করছে! অতঃপর প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

أَوَمَنْ يُنَشَأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ তারা আল্লাহর প্রতি আরোপ করে এমন সন্তান, যে অলংকারে মণ্ডিত হয়ে লালিত পালিত হয় এবং তর্ক-বিতর্ক কালে স্পষ্ট বক্তব্যে অসমর্থ? অর্থাৎ যে কন্যা সন্তানদেরকে অসম্পূর্ণ মনে করা হয় এবং অলংকারে মণ্ডিত করে যাদের এ অসম্পূর্ণতাকে ঢেকে দেয়া হয় এবং বাল্যাবস্থা হতে মৃত্যু পর্যন্ত যারা সাজ সজ্জারই মুখাপেক্ষী থেকে যায়, আবার ঝগড়া-বিবাদ এবং তর্ক-বিতর্কের সময় যাদের কথাকে দলীল হিসাবে গ্রহণ করা হয়না, এদেরকেই মহামহিমাম্বিত আল্লাহর দিকে সম্পর্কিত করা হচ্ছে। মহান আল্লাহ বলেন :

وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا তারা দয়াময় আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে নারী গণ্য করেছে। অর্থাৎ তারা এটা বিশ্বাস করে নিয়েছে। মহান আল্লাহ তাদের এই উজ্জিকৈ অস্বীকার করে বলেন :

أَشْهَدُوا خَلَقَهُمْ মালাইকাকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছেন এটা কি তারা দেখেছে? এরপর তিনি বলেন :

سَتَكْتُبُ شَهَادَتَهُمْ وَيَسْأَلُونَ তাদের এই উক্তি লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হবে। অর্থাৎ কিয়ামাতের দিন তাদেরকে এ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। এর দ্বারা তাদেরকে ভয় প্রদর্শন ও সতর্ক করা হয়েছে। এরপর তাদের আরও নির্বুদ্ধিতার বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, তারা বলে :

لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ দয়াময় আল্লাহ ইচ্ছা করলে আমরা এদের পূজা করতামনা। অর্থাৎ আমরা মালাইকাকে নারী মনে করে ওদের মূর্তি বানিয়েছি এবং ওদের পূজা করছি, এটা যদি আল্লাহর ইচ্ছা না থাকত তাহলে তিনি আমাদের এবং ওদের মধ্যে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারতেন এবং তখন আমরা এদের আর পূজা করতে পারতামনা। সুতরাং আমরা যখন এদের পূজা করছি এবং তিনি আমাদের ও এদের মাঝে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেননি তখন এটা স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হচ্ছে যে, আমরা ভুল করছিলাম, বরং ঠিকই করছি।

এ বাক্যের মাধ্যমে তারা কয়েকটি বড় ভুল করছে। তাদের প্রথম ভুল এই যে, তারা আল্লাহর সন্তান সাব্যস্ত করেছে। অথচ তিনি তা থেকে বহু উর্ধ্বে। তাদের দ্বিতীয় ভুল হল এই যে, তারা আল্লাহর বান্দা মালাইকাকে আল্লাহর কন্যা সাব্যস্ত করেছে। আর তাদের তৃতীয় ভুল হচ্ছে, তারা মালাইকার পূজা শুরু করে দিয়েছে, অথচ এ ব্যাপারে তাদের কাছে দলীল-প্রমাণ কিছুই নেই এবং আল্লাহও তাদের অনুমতি দেননি। তারা শুধু জাহিলিয়াত যামানার তাদের পূর্বপুরুষদেরকে অন্ধভাবে অনুসরণ করেছে। তাদের চতুর্থ ভুল এই যে, তারা এটাকে আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত বলছে এবং এর কারণ এই বের করেছে যে, যদি আল্লাহ তাদের এই কাজে অসন্তুষ্ট থাকতেন তাহলে তাদের জন্য এদের পূজা করা সম্ভব হতনা। কিন্তু এটা তাদের সরাসরি মূর্খতা ও অবাধ্যতা ছাড়া কিছুই নয়। আল্লাহ তা'আলা অবশ্যই তাদের এ কাজে চরম অসন্তুষ্ট। প্রত্যেক নাবী (আঃ) এটা খণ্ডন করে গেছেন এবং তাদের প্রতি নাযিলকৃত প্রতিটি কিতাবে এর নিকৃষ্টতা সম্বন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ
فَمِنْهُمْ مَّنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَّنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي
الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি; অতঃপর তাদের কতককে আল্লাহ সৎ পথে পরিচালিত করেন এবং তাদের কতকের উপর পথভ্রান্তি সাব্যস্ত হয়েছিল। সুতরাং পৃথিবীতে ভ্রমণ কর এবং দেখ, যারা সত্যকে মিথ্যা বলেছে তাদের পরিনাম কি হয়েছে! (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) অন্য জায়গায় রয়েছে :

وَسَأَلَ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ
إِلَهَةً يُعْبَدُونَ

তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন উপাস্য স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৪৫) এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ এ বিষয়ে তাদের কোন জ্ঞান নেই। তারা সবকিছু নিজেরাই বানিয়ে নিয়েছে এবং তারা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা বলছে। অর্থাৎ তাদের আল্লাহর কুদরত বা ক্ষমতা সম্পর্কে কোন জ্ঞানই নেই।

২১। আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি, যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে?

۲۱. أَمْ ءَاتَيْنَهُمْ كِتَابًا مِّنْ قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ

২২। বরং তারা বলে : আমরাতো আমাদের পূর্ব পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

۲۲. بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّهْتَدُونَ

২৩। এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তির বলত : আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি।

۲۳. وَكَذَٰلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّنْ نَّذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا ءَابَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ ءَاثِرِهِم مُّقْتَدُونَ

<p>২৪। সেই সতর্ককারী বলত : তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তাহলেও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? তারা বলত : তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি।</p>	<p>۲۴. قُلْ أَوَّلُوْا جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِّمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ ءَابَاءُكُمْ ؕ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ</p>
<p>২৫। অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম; দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে!</p>	<p>۲۵. فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَنْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكْذِبِينَ</p>

মূর্তি পূজকদের দাবীর কোন প্রমাণ নেই

আল্লাহ সুবহানাহ ওয়া তা'আলা ভৎসনা করে বলেন, যে লোকেরা আল্লাহ ছাড়া অন্যদের ইবাদাত করে তাদের কাছে এ ব্যাপারে দলীল প্রমাণ কিছুই নেই। তাই তিনি বলেন :

আমি কি তাদেরকে কুরআনের পূর্বে কোন কিতাব দান করেছি যা তারা দৃঢ়ভাবে ধারণ করে আছে? অর্থাৎ তাদের কাছে কি তাদের শিরকের দলীল স্বরূপ কোন কিতাব বিদ্যমান রয়েছে? অর্থাৎ প্রকৃতপক্ষে এরূপ দলীল সম্বলিত কোন কিতাব তাদের কাছে নেই। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

أَمْ أَنْزَلْنَاهُمْ عَلَيْهِمْ سُلْطٰنًا فَهُوَ يَتَكَلَّمُ بِمَا كَانُوا بِهِ يُشْرِكُونَ

আমি কি তাদের নিকট এমন কোন দলীল অবতীর্ণ করেছি যা তাদেরকে আমার শরীক করতে বলে? (সূরা রুম, ৩০ : ৩৫) অর্থাৎ এই রূপ নয়। মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

তাদের **بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ** কাছে কোন প্রমাণ না থাকায় তারা তাই বলে : আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। অর্থাৎ শিরকের কোন দলীল তাদের কাছে নেই, শুধুমাত্র দলীল এটাই যে, তাদের পূর্বপুরুষরা এরূপ করত। তাদেরকেই তারা অনুসরণ করেছে। এখানে ‘উম্মাত’ দ্বারা ‘দীন’কে বুঝানো হয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً

এবং তোমাদের এই যে জাতি এটাতো একই জাতি। (সূরা মু’মিনুন, ২৩ : ৫২) মহান আল্লাহ স্বীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : এভাবে আমি তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর শক্তিশালী ব্যক্তির বলত :

وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ আমরাতো আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করছি। যেমন অন্য জায়গায় রয়েছে :

كَذَٰلِكَ مَا أَتَىٰ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا قَالُوا سَاحِرٌ أَوْ مُجُنُونٌ. اتَّوَصَوْا بِهِ ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ طَاغُونَ

এভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের নিকট যখনই কোন রাসূল এসেছে, তারা বলেছে : তুমিতো এক যাদুকর, না হয় উম্মাদ! তারা কি একে অপরকে এই মন্তব্যই দিয়ে এসেছে? বস্তুতঃ তারা এক সীমা লংঘনকারী সম্প্রদায়। (সূরা যারিয়াত, ৫১ : ৫২-৫৩) সুতরাং পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সবারই মুখে এই একই কথা ছিল। প্রকৃতপক্ষে ঔদ্ধত্য ও হঠকারিতায় এরা সবাই সমান। এরপর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বলা হয়েছে :

أَوَلَوْ جِئْتُكُمْ بِأَهْدَىٰ مِمَّا وَجَدْتُمْ عَلَيْهِ آبَاءَكُمْ قَالُوا إِنَّا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ তোমরা তোমাদের পূর্বপুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি, তবুও কি তোমরা তাদেরই পদাংক অনুসরণ করবে? উত্তরে তারা বলত : তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছে আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। অর্থাৎ তারা যদিও জানত যে, নাবীগণের

শিক্ষা তাদের পূর্বপুরুষদের অন্ধ অনুসরণ হতে বহুগুণে শ্রেয়, তথাপি তাদের ঔদ্ধত্যতা ও হঠকারিতা তাদেরকে সত্য কবুল করতে দেয়নি। তাই মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

অতঃপর আমি তাদেরকে তাদের কর্মের প্রতিফল দিলাম। দেখ, মিথ্যাচারীদের পরিণাম কি হয়েছে! অর্থাৎ কাফিরদেরকে কিভাবে ধ্বংস করা হয়েছে এবং কিভাবে মু'মিনরা মুক্তি পেয়েছে তা তুমি লক্ষ্য কর।

২৬। স্মরণ কর, ইবরাহীম তার পিতা এবং সম্প্রদায়কে বলেছিল : তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।	২৬. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ
২৭। সম্পর্ক আছে শুধু তাঁরই সাথে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎ পথে পরিচালিত করবেন।	২৭. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ
২৮। এই ঘোষণাকে সে স্থায়ী বাণী রূপে রেখে গেছে তার পরবর্তীদের জন্য যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।	২৮. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ
২৯। বরং আমিই তাদেরকে এবং তাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের; অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল।	২৯. بَلْ مَتَّعْتُ هَؤُلَاءِ وَءَابَاءَهُمْ حَتَّىٰ جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولٌ مُّبِينٌ
৩০। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল :	৩০. وَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوا

এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি।	هَذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ
৩১। এবং তারা বলে : এই কুরআন কেন অবতীর্ণ হলনা দুই জনপদের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর?	<p>৩১. وَقَالُوا لَوْلَا نَزَلَ هَذَا الْقُرْآنُ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَرَرِيِّينَ عَظِيمٍ</p>
৩২। তারা কি তোমার রবের করুণা বন্টন করে? আমিই তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নীত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে; এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।	<p>৩২. أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ</p>
৩৩। সত্য প্রত্যাখ্যানে মানুষ এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, এই আশংকা না থাকলে দয়াময় আল্লাহকে যারা অস্বীকার করে তাদেরকে আমি দিতাম তাদের গৃহের জন্য রৌপ্য নির্মিত ছাদ ও সিঁড়ি যাতে তারা আরোহণ করে।	<p>৩৩. وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً لَّجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقُفًا مِّنْ فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظْهَرُونَ</p>

৩৪। এবং তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা, বিশ্রামের জন্য পালঙ্ক যাতে তারা হেলান দিয়ে বসত।	<p>۳۴. وَلَبِئُوتِهِمْ أَتُوبًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَكَبُّونَ</p>
৩৫। এবং স্বর্গের নির্মিতও। আর এই সবইতো শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ সম্ভার। মুত্তাকীদের জন্য তোমার রবের নিকট রয়েছে আখিরাতের কল্যাণ।	<p>۳۵. وَزُخْرَفًا وَإِنْ كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَّعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ</p>

তাওহীদের ব্যাপারে ইবরাহীমের (আঃ) ঘোষণা

কুরাইশ কাফিরেরা বংশ ও দীনের দিক দিয়ে ইবরাহীম খলীলুল্লাহর (আঃ) সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিল বলে আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীমের (আঃ) সুন্নাতকে তাদের সামনে তুলে ধরে বলেন : দেখ, যে ইবরাহীম ছিলেন তাঁর পরবর্তী সমস্ত নাবীর পিতা, আল্লাহর রাসূল এবং একাত্মবাদীদের ইমাম, তিনিই স্পষ্ট ভাষায় শুধু নিজের কাওমকে নয়, বরং স্বয়ং নিজের পিতাকেও বলেন :

إِنِّي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً

তোমরা যাদের পূজা কর তাদের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই, আমার সম্পর্ক আছে শুধু ঐ আল্লাহর সাথে এবং আমি তাঁরই ইবাদাত করি যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন এবং তিনিই আমাকে সৎপথে পরিচালিত করবেন। আমি তোমাদের এসব মা'বুদ হতে সম্পূর্ণরূপে বিমুখ। এদের সাথে আমার কোনই সম্পর্ক নেই।

আল্লাহ তা'আলাও তাঁকে তাঁর হক কথা বলার সাহসিকতা ও একাত্মবাদের প্রতি আবেগ ও উদ্বেজনার প্রতিদান প্রদান করেন যে, তিনি তাঁর সন্তানদের মধ্যে কালেমায়ে তাওহীদ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ চিরদিনের জন্য জারী রেখে দেন। (তাবারী ২১/৫৮৯) তাঁর সন্তানেরা এই পবিত্র কালেমার উক্তিকারী হবেননা এটা অসম্ভব। তাঁর সন্তানেরাই এই তাওহীদী কালেমার প্রচার করবেন এবং দিকে দিকে ছড়িয়ে দিবেন।

মাক্কার কাফিরদের রাসূলের (সাঃ) দা'ওয়াত প্রত্যাখ্যান, তাঁর বিরোধিতা করা এবং প্রতিক্রিয়া

প্রবল প্রতাপান্বিত আল্লাহ বলেন : **بَلْ آمَنِيْ هَٰذَا مَتَّعْتُ هَٰؤُلَاءِ وَآبَاءَهُمْ** আমিই এই কাফিরদেরকে এবং এদের পূর্বপুরুষদেরকে সুযোগ দিয়েছিলাম ভোগের, অবশেষে তাদের নিকট এলো সত্য ও স্পষ্ট প্রচারক রাসূল। যখন তাদের নিকট সত্য এলো তখন তারা বলল : **هَٰذَا سِحْرٌ وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ** এটাতো যাদু এবং আমরা এটা প্রত্যাখ্যান করি। জিদ ও হঠকারিতার বশবর্তী হয়ে তারা সত্যকে অস্বীকার করল, কুরআনের মুকাবিলায় দাঁড়িয়ে গেল এবং বলে উঠল :

لَوْلَا نَزَلَ هَٰذَا الْقُرْآنُ عَلَىٰ رَجُلٍ مِّنَ الْقَرْنَيْنِ عَظِيمٍ সত্যিই যদি এটা আল্লাহর কালাম হয়ে থাকে তাহলে কেন এটা মাক্কা ও তায়েফের কোন প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তির উপর অবতীর্ণ হলনা? ইব্ন আব্বাস (রাঃ), ইকরিমাহ (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারাযী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদ্দী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) এ আয়াতের এ রূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৫৯২-৫৯৩)

অন্যান্য তাফসীকারকদের মতে, প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তি দ্বারা তারা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা, উরওয়া ইব্ন মাসউদ সাকাফী প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে বুঝিয়েছিল যারা ছিল (মাক্কা ও তায়েফের) দুই শহরের প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী। তাদের মতে এই দুই জনপদের কোন উচ্চমর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তির উপর কুরআন অবতীর্ণ হওয়া উচিত ছিল। তাদের এই প্রতিবাদের জবাবে মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

أَهُمْ يَقْسِمُونَ رَحْمَةَ رَبِّكَ এরা কি তোমার রবের করুণার মালিক যে, এরাই তা বন্টন করতে বসেছে? আমার বিষয়টি আমারই অধিকারভুক্ত। আমি যাকে ইচ্ছা তাকেই তা প্রদান করি। কোথায় আমার জ্ঞান এবং কোথায় তাদের জ্ঞান! রিসালাতের সঠিক হকদার কে তা আমিই জানি। এই নি'আমাত তাকেই দেয়া হয় যে সমস্ত মাখলুকের মধ্যে সর্বাপেক্ষা পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী, যার আত্মা পবিত্র, যার বংশ সবচেয়ে বেশি সম্ভ্রান্ত এবং যে মূলগতভাবেও সর্বাপেক্ষা পবিত্র। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَّعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا আল্লাহর করুণা যারা বন্টন করতে চাচ্ছে তাদের জীবনোপকরণওতো তাদের অধিকারভুক্ত নয়। আমিই

তাদের মধ্যে জীবিকা বন্টন করি তাদের পার্থিব জীবনে এবং একজনকে অপরের উপর মর্যাদায় উন্নত করি যাতে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। আমি যাকে যা ইচ্ছা এবং যখন ইচ্ছা দিয়ে থাকি এবং যখন যা ইচ্ছা ছিনিয়ে নিই। জ্ঞান, বিবেক, ক্ষমতা ইত্যাদিও আমারই দেয়া এবং এতেও আমি পার্থক্য রেখেছি। এগুলো সবাইকে আমি সমান দিইনি। এর হিকমাত এই যে, এর ফলে একে অপরের দ্বারা কাজ করিয়ে নিতে পারে। এর ওর প্রয়োজন হয় এবং ওর এর প্রয়োজন হয়। সুতরাং একে অপরের অধীনস্থ থাকে। (তাবারী ২১/৫৯৫)

وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ এবং তারা যা জমা করে তা হতে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর। অর্থাৎ পৃথিবীর মানুষ তাদের অবুঝের কারণে যে সমস্ত ধন-সম্পদ এবং অন্যান্য বিলাস বহুল উপকরণ আল্লাহর কাছে কামনা করে, তার চেয়ে তাদের প্রতি আল্লাহ সুবহানাহু যে করুণা বর্ষণ করেন তা অনেক বেশি উত্তম। অতঃপর মহান আল্লাহ বলেন :

وَرَحِمْتُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ (হে নাবী)! তারা যা জমা করে তার চেয়ে তোমার রবের অনুগ্রহ উৎকৃষ্টতর।

সম্পদের মালিক হওয়া পরকালের শান্তির বার্তা বহন করেনা

وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً মহামহিমাম্বিত আল্লাহ এরপর বলেন : আমি যদি এই لَجَعَلْنَا لِمَن يَكْفُرُ بِالرَّحْمَنِ لِبُيُوتِهِمْ سُقْفًا مِّن فِضَّةٍ وَمَعَارِجَ আশংকা না করতাম যে, মানুষ ধন-সম্পদকে আমার অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টির প্রমাণ মনে করে সত্য প্রত্যাখ্যানে এক মতাবলম্বী হয়ে পড়বে, তাহলে আমি কাফিরদেরকে এত বেশি ধন-সম্পদ দিতাম যে, তাদের গৃহের ছাদ রৌপ্য নির্মিত হত, এমনকি ঐ সিঁড়িও হত রৌপ্য নির্মিত যাতে তারা আরোহণ করে। আর তাদের গৃহের জন্য দিতাম রৌপ্য নির্মিত দরজা এবং বিশ্রামের জন্য দিতাম রৌপ্য ও স্বর্ণ নির্মিত পালংক।

وَأَن كُلُّ ذَلِك لَّمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا তবে এ সবই শুধু পার্থিব জীবনের ভোগ-সম্ভার। এগুলো ক্ষণস্থায়ী ও ধ্বংসশীল এবং আখিরাতের নি'আমাতরাশির তুলনায় এগুলো অতি তুচ্ছ ও নগণ্য। আর আখিরাতে নি'আমাত ও কল্যাণ রয়েছে মুত্তাকীদের জন্য। দুনিয়া লোভীরা এখানে ভোগ-সম্ভার ও সুখ-সামগ্রী কিছুটা লাভ করবে বটে, কিন্তু আখিরাতে তারা হবে একেবারে শূন্য হস্ত। সেখানে

তাদের কাছে একটাও সাওয়াব থাকবেনা, যার বিনিময়ে তারা মহান আল্লাহর নিকট হতে কিছু লাভ করতে পারে। (মুসলিম ৪/২১৬২) যেমন সহীহ হাদীস দ্বারা এটা প্রমাণিত :

আল্লাহর কাছে যদি এই দুনিয়ার মূল্য একটি মশার ডানার পরিমাণও হত তাহলে তিনি এখানে কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করাতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১, বাগাবী ৪/১৩৮) মহান আল্লাহ বলেন :

وَالْآخِرَةُ عِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ পরকালের কল্যাণ শুধু ঐ লোকদের জন্যই রয়েছে যারা দুনিয়ায় সদা-সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকে। পরকালে এরাই মহান রবের বিশিষ্ট নি‘আমাত ও রাহমাত লাভ করবে, যাতে অন্য কেহ তাদের শরীক হবেনা।

একদা উমার (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাড়ীতে গমন করেন, ঐ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় স্ত্রীদের হতে ঈলা করেছিলেন। কিছু দিনের জন্য স্ত্রীদের সংসর্গ ত্যাগ করার শপথ করাকে শারীয়াতের পরিভাষায় ঈলা বলে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একাকী ছিলেন। উমার (রাঃ) ঘরে প্রবেশ করে দেখেন যে, তিনি একখণ্ড চাটাইয়ের উপর শুইয়ে রয়েছেন এবং তাঁর দেহে চাটাইয়ের দাগ পড়ে গেছে। এ অবস্থা দেখে উমার (রাঃ) কেঁদে ফেলেন এবং বলেন : হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম! রোম সম্রাট কাইসার (সিজার) এবং পারস্য সম্রাট কিসরা কত শান-শওকতের সাথে আরাম-আয়েশে দিন যাপন করছে! আর আপনি আল্লাহর প্রিয় ও মনোনীত বান্দা হওয়া সত্ত্বেও আপনার এই (শোচনীয়) অবস্থা! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন, উমারের (রাঃ) এ কথা শুনে তিনি সোজা হয়ে বসলেন এবং বললেন : হে ইবনুল খাত্তাব! আপনি কি সন্দেহের মধ্যে রয়েছেন? অতঃপর তিনি বলেন : এরা হল ঐ সব লোক যারা তাদের পার্থিব জীবনেই তাড়াতাড়ি তাদের ভোগ্য বস্তু পেয়ে গেছে। (মুসলিম ২/১১৩) অন্য রিওয়াযাতে আছে যে, তিনি বলেন : আপনি কি এতে সন্তুষ্ট নন যে, তাদের জন্য দুনিয়া এবং আমাদের জন্য আখিরাতে? (মুসলিম ২/১১০)

সহীহ বুখারী, সহীহ মুসলিম এবং অন্যান্য হাদীস গ্রন্থসমূহে রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : তোমরা স্বর্ণ ও রৌপ্যের পাত্রে পান করনা এবং এগুলোর থালায় আহার করনা, কেননা এগুলো দুনিয়ায় তাদের (কাফিরদের) জন্য এবং আখিরাতে আমাদের জন্য। (ফাতহুল বারী ৯/৪৬৫, মুসলিম ৩/১৬৩৭)

আল্লাহ তা‘আলার কাফিরদেরকে এ দু’টি বস্তু ব্যবহার করার সুযোগ দেয়ার কারণ এই যে, এগুলো আখিরাতের তুলনায় খুবই নগন্য। যেমন সাহল ইব্ন সা‘দ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : আল্লাহ তা‘আলার নিকট দুনিয়ার মূল্য যদি একটি মশার ডানার সমানও হত তাহলে তিনি কোন কাফিরকে এক চুমুক পানিও পান করতে দিতেননা। (তিরমিযী ৬/৬১১)

৩৬। যে ব্যক্তি দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় আমি তার জন্য নিয়োজিত করি এক শাইতান, অতঃপর সে হয় তার সহচর।

৩৬. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ
الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا
فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ

৩৭। শাইতানরাই মানুষকে সৎ পথ হতে বিরত রাখে, অথচ মানুষ মনে করে যে, তারা সৎ পথে পরিচালিত হচ্ছে।

৩৭. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّوهُمْ عَنْ
السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُونَ

৩৮। অবশেষে যখন সে আমার নিকট উপস্থিত হবে তখন সে শাইতানকে বলবে : হায়! আমার ও তোমার মধ্যে যদি পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত! কত নিকৃষ্ট সহচর সে!

৩৮. حَتَّىٰ إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَلَيْتَ
بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ
فَبُئْسَ الْقَرِينُ

৩৯। যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তাই আজ তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের কোন কাজে আসবেনা, তোমরাতো সবাই

৩৯. وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذٍ
ظَلَمْتُمْ أَنْكُمُ فِي الْعَذَابِ

শান্তিতে শরীক।	مُشْتَرِكُونَ
৪০। তুমি কি শোনাতে পারবে বধিরকে? অথবা যে অন্ধ এবং যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে তাকে কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে?	٤٠. أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْى وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ
৪১। আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শান্তি দিব।	٤١. فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنتَقِمُونَ
৪২। অথবা আমি তাদেরকে যে শান্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি যদি আমি তোমাকে তা প্রত্যক্ষ করাই তাহলে তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে।	٤٢. أَوْ نُزَيِّنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُونَ
৪৩। সুতরাং তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। তুমি সরল পথেই রয়েছ।	٤٣. فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
৪৪। কুরআন তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য সম্মানের বস্তু, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে।	٤٤. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ
৪৫। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম	٤٥. وَسَقَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ

তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর,
আমি কি দয়াময় আল্লাহ
ব্যতীত কোন দেবতা স্থির
করেছিলাম যার ইবাদাত করা
যায়?

قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ
دُونِ الرَّحْمَنِ إِلَهَةً يُعْبَدُونَ

‘আর রাহমান’কে ত্যাগকারীর বন্ধু হল শাইতান

ইরশাদ হচ্ছে : وَمَنْ يَعِشْ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ যে দয়াময় আল্লাহর স্মরণে বিমুখ হয় ও অবহেলা প্রদর্শন করে তার উপর শাইতান প্রভাব বিস্তার করে এবং তার সাথী হয়ে যায়। চোখের দৃষ্টিশক্তি কমে যাওয়ায় আরাবী ভাষায় عَشَى فِي الْعَيْنِ বলা হয়ে থাকে।

نُقِضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ অতঃপর সে হয় তার সহচর। এই বিষয়টিই কুরআনুল হাকীমের আরও বহু আয়াতে রয়েছে। যেমন মহান আল্লাহ বলেন :

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ
الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ ۖ وَسَاءَتْ مَصِيرًا

আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। (সূরা নিসা, ৪ : ১১৫) অন্য আয়াতে রয়েছে :

فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ

অতঃপর তারা যখন বক্র পথ অবলম্বন করল তখন আল্লাহ তাদের হৃদয়কে বক্র করে দিলেন। (সূরা সাফ, ৬১ : ৫) অন্য একটি আয়াতে আছে :

وَقِضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

আমি তাদের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সহচর যারা তাদের সম্মুখ ও পশ্চাতে যা আছে তা তাদের দৃষ্টিতে শোভন করে দেখিয়েছিল। (সূরা ফুসসিলাত,

৪১ : ২৫) এখানে মহান আল্লাহ বলেন :

وَأَنَّهُمْ لَيَصْدُوْنَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُوْنَ أَنَّهُمْ مُّهْتَدُوْنَ. حَتَّىٰ إِذَا

جَاءَنَا এরূপ গাফিল লোকের উপর শাইতান ক্ষমতা লাভ করে এবং তাকে সৎপথ হতে বিরত রাখে। আর সে তার অন্তরে এ ধারণা সৃষ্টি করে যে, তার নীতি খুব ভাল এবং সে সম্পূর্ণ সঠিক পথের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। কিয়ামাতের দিন যখন সে আল্লাহর সামনে হাযির হবে এবং প্রকৃত তথ্য খুলে যাবে তখন সে তার ঐ সাথী শাইতানকে বলবে : হায়! আজ যদি আমার ও তোমার মধ্যে পূর্ব ও পশ্চিমের ব্যবধান থাকত।

এক কিরা'আতে إِذَا جَاءَنَا حَتَّىٰ রয়েছে। অর্থাৎ যখন শাইতান ও এই গাফেল ব্যক্তি আমার (আল্লাহর) নিকট আসবে। তখন মহান আল্লাহ বলবেন :

وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنتُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ

তোমাদের এই অনুতাপ তোমাদের আগুনের আযাব থেকে রক্ষা করতে পারবেনা, যেহেতু তোমরা সীমা লংঘন করেছিলে, তোমরাতো সবাই শাস্তিতে শরীক। অতঃপর আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

تُؤْمِنُ أَفَأَنْتَ تَسْمَعُ الصَّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

কি বধিরকে শোনাতে পারবে? অথবা যে অন্ধ ও যে ব্যক্তি স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে, তাকে তুমি কি পারবে সৎ পথে পরিচালিত করতে? তোমার উপর এ দায়িত্ব চাপিয়ে দেয়া হয়নি যে, তাদের সবাইকে মুসলিম করতেই হবে। হিদায়াত তোমার অধিকারভুক্ত বিষয় নয়। তুমি তাদের সম্পর্কে এত চিন্তা করছ কেন? তোমার কর্তব্য হল শুধু দা'ওয়াত দেয়া অর্থাৎ আমার বাণী তাদের কাছে পৌঁছে দেয়া। পথ দেখানো ও পথভ্রষ্ট করা আমার কাজ। আমি ন্যায়বিচারক ও বিজ্ঞানময়। আমি যা চাব তা'ই করব। তুমি মন সংকীর্ণ করনা।

আল্লাহর ক্রোধ তাঁর রাসূলের (সাঃ) শত্রুদের প্রতি,

যারা তাঁর কাছে একদিন প্রত্যাবর্তিত হবেই

এরপর মহামহিমাম্বিত আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন : فَإِنَّمَا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ : হে নাবী! আমি যদি তোমার মৃত্যু ঘটাই, তবুও আমি তাদেরকে শাস্তি দিবই।

اَوْ تُرِيْنَكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَاِنَّا عَلَيْهِمْ مُّقْتَدِرُوْنَ অথবা আমি তাদেরকে যে শাস্তির ভীতি প্রদর্শন করেছি আমি যদি তা তোমাকে প্রত্যক্ষ করাই তাহলেও তাদের উপর আমার পূর্ণ ক্ষমতা রয়েছে। অর্থাৎ তাদেরকে শাস্তি দিতে অপারগ নই। মোট কথা, এভাবে এবং ঐভাবে দুইভাবেই আল্লাহ কাফিরদের উপর শাস্তি অবতীর্ণ করতে সক্ষম। কিন্তু ঐ অবস্থাকে পছন্দ করা হয়েছে যাতে নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের মর্যাদা বেশি প্রকাশ পায়। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুনিয়া হতে উঠিয়ে নেয়া হয়নি যে পর্যন্ত না তাঁর শত্রুদের উপর তাঁকে বিজয় দান করা হয় এবং তাদের জান ও সম্পদের তিনি অধিকারী হন। এইরূপ তাফসীর করেছেন সুদী (রহঃ)। ইব্ন জারীরও (রহঃ) এটি পছন্দ করেছেন। (তাবারী ২১/৬০৯)

কুরআনকে ধারণ করার ব্যাপারে উৎসাহিত করা

এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

هَـ نَابِئِ! فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي اُوْحِيَ اِلَيْكَ اِنَّكَ عَلَىٰ صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ তোমার প্রতি যে অহী করা হয়েছে অর্থাৎ কুরআন, যা সত্য ও নির্ভুল, যা সত্যের সোজা ও স্পষ্ট পথ প্রদর্শন করে, তুমি তা দৃঢ়ভাবে অবলম্বন কর। এটা সুখময় জান্নাতের সরল পথ-প্রদর্শক। যারা এর উপর চলে এবং এর আহকামের উপর আমল করে তারা কখনও পথভ্রষ্ট হতে পারেনা।

وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ وَلِقَوْمِكَ নিশ্চয়ই এটা তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য যিক্র অর্থাৎ সম্মানের বস্তু। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং ইব্ন যায়িদ (রহঃ) وَلِقَوْمِكَ এ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَّكَ এ আয়াতের এরূপ ব্যাখ্যা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১০, ৬১১)

এতে তাঁর জাতীয় আভিজাত্য রয়েছে যে, কুরআনুল কারীম তাঁরই ভাষায় অবতীর্ণ হয়েছে, কুরাইশের পরিভাষায়ই নাযিল হয়েছে। সুতরাং এটা প্রকাশমান যে, এরাই সবচেয়ে বেশি কুরআন বুঝবে। সুতরাং এই কুরাইশদের উচিত সবচেয়ে বেশি দৃঢ়তার সাথে এর উপর আমল করতে থাকা। এতে বিশেষ করে ঐ মহান মুহাজিরদের বড় কৃতিত্ব ও আভিজাত্য রয়েছে যারা সর্বাত্মে ইসলাম গ্রহণ করেছেন এবং হিজরাতও করেছেন সবারই পূর্বে। আর যারা এদের পদাংক অনুসরণ করেছেন তাদেরও এ মর্যাদা রয়েছে।

ذَكَرْ এর অর্থ উপদেশও নেয়া হয়েছে। এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাওমের জন্য উপদেশ হওয়ার অর্থ এটা নয় যে, অন্যদের জন্য এটা উপদেশ নয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেন :

لَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا فِيهِ ذِكْرُكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ

আমিতো তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি কিতাব যাতে আছে তোমাদের জন্য উপদেশ, তবুও কি তোমরা বুঝবেনা? (সূরা আশিয়া, ২১ : ১০) অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَأَنْذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ

তোমার নিকটতম আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও। (সূরা শু‘আরা, ২৬ : ২১৪) মোট কথা, কুরআনের উপদেশ এবং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের রিসালাত সাধারণ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মীয়-স্বজন, কাওম এবং দুনিয়ার সমস্ত মানুষ এর অন্তর্ভুক্ত। এরপর ঘোষিত হচ্ছে :

وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ তোমাদেরকে অবশ্যই প্রশ্ন করা হবে। অর্থাৎ তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে যে, তোমরা আল্লাহর এই কালামের উপর কি পরিমাণ আমল করেছ এবং কতখানি মেনে চলেছ? মহান আল্লাহ স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন :

وَأَسْأَلُ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ হে নাবী! তোমার পূর্বে আমি যেসব রাসূল প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে তুমি জিজ্ঞেস কর, আমি কি দয়াময় আল্লাহ ব্যতীত কোন দেবতা স্থির করেছিলাম যার ইবাদাত করা যায়? অর্থাৎ হে নাবী! সমস্ত রাসূল নিজ নিজ উম্মাতকে ঐ দা‘ওয়াতই দিয়েছে যে দা‘ওয়াত তুমি তোমার উম্মাতকে দিচ্ছ। প্রত্যেক নাবীর দা‘ওয়াতের সারমর্ম এই ছিল যে, তাঁরা একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত করার দা‘ওয়াত দিয়েছেন এবং অন্যের ইবাদাত করা থেকে বিরত থেকে শিরকের মূলোৎপাটন করেছেন। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ

আল্লাহর ইবাদাত করার ও তাগুতকে বর্জন করার নির্দেশ দেয়ার জন্য আমি প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি। (সূরা নাহল, ১৬ : ৩৬) মুজাহিদ এবং

আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরা'আতে নিম্নরূপ রয়েছে :

وَسَّئِلَ الَّذِينَ أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ رَسُولًا

তোমার পূর্বে আমি যাদের কাছে নাবীগণকে প্রেরণ করেছিলাম তাদেরকে জিজ্ঞেস কর। (তাবারী ২১/৬১১) কাতাদাহ (রহঃ), যাহহাক (রহঃ) এবং সুদ্দী (রহঃ) ইব্ন মাসউদ (রাঃ) থেকে এরূপ বর্ণনা করেছেন। (তাবারী ২১/৬১১, ৬১২) তবে এটা তাফসীরের জন্য মিসাল, তিলাওয়াতের জন্য নয়। এসব ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলাই সবচেয়ে ভাল জানেন।

৪৬। মূসাকে আমি আমার নিদর্শনসহ ফির'আউন ও তার পরিষদবর্গের নিকট পাঠিয়েছিলাম; সে বলেছিল : আমি জগতসমূহের রবের পক্ষ হতে প্রেরিত রাসূল।

٤٦. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ

৪৭। সে তাদের নিকট আমার নিদর্শনসহ আসা মাত্র তারা তা নিয়ে হাসি-ঠাট্টা করতে লাগল।

٤٧. فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِآيَاتِنَا إِذَا هُمْ مِنْهَا يَضْحَكُونَ

৪৮। আমি তাদেরকে এমন কোন নিদর্শন দেখাইনি যা ওর অনুরূপ নিদর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ নয়। আমি তাদেরকে শাস্তি দিলাম যাতে তারা প্রত্যাবর্তন করে।

٤٨. وَمَا نُزِيرُهُمْ مِنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ أَكْبَرُ مِنْ أُخْتِهَا ۖ وَأَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

৪৯। তারা বলেছিল : হে যাদুকর! তোমার রবের নিকট তুমি আমাদের জন্য তা প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার সাথে অংগীকার করেছেন; তাহলে

٤٩. وَقَالُوا يَتَّيَّئُهُ السَّاحِرُ ۖ أَدْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عٰهَدَ عِنْدَكَ ۖ إِنَّا

আমরা অবশ্যই সৎ পথ অবলম্বন করব।	لَمْ هَتَدُونَ
৫০। অতঃপর যখন আমি তাদের উপর হতে শাস্তি বিদূরিত করলাম তখনই তারা অংগীকার ভংগ করতে লাগল।	۵۰. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمْ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ

তাওহীদের বাণীসহ মূসাকে (আঃ) ফির'আউন ও তার প্রধানদের কাছে পাঠানো হয়েছিল

আল্লাহ তা'আলা মূসাকে (আঃ) স্বীয় রাসূল করে ফির'আউন, তার সভাষদবর্গ, তার প্রজা কিবতী এবং বানী ইসরাঈলের নিকট প্রেরণ করেন, যাতে তিনি তাদেরকে এক আল্লাহর ইবাদাত করার দা'ওয়াত দেন এবং তিনি ছাড়া অন্য কারও ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকার আহ্বান জানান। আল্লাহ তা'আলা তাঁকে অনেক বড় বড় মু'জিয়াও দান করেন। যেমন হাত উজ্জ্বল হওয়া, লাঠি সাপ হয়ে যাওয়া, প্লাবন, উকুন, রক্ত, ব্যাঙ ইত্যাদি। কিন্তু ফির'আউন ও তার লোকেরা তাঁর কোন মর্যাদা দিলনা। বরং তাঁকে অবিশ্বাস করল এবং ঠাট্টা-বিদ্‌ম্বপ করে উড়িয়ে দিল। তখন তাদের উপর আল্লাহর আযাব এলো যাতে তাদের শিক্ষা লাভ হয় এবং মূসার (আঃ) উপর দলীলও হয়। তুফান এলো, আরও এলো ফড়িং, উকুন, ব্যাঙ এবং শস্য, সম্পদ, ফল ইত্যাদি কমতে শুরু করল। যখনই কোন আযাব আসত তখনই তারা অস্থির হয়ে উঠত এবং মূসাকে (আঃ) অনুনয়-বিনয় করে বলত যে, তিনি যেন ঐ আযাব সরিয়ে নেয়ার জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করেন। আযাব সরে গেলেই তারা ঈমান আনবে। এভাবে তারা ওয়াদা-অঙ্গীকার করত। কিন্তু মূসার (আঃ) দু'আর ফলে যখন আযাব সরে যেত তখন আবার তারা হঠকারিতায় লেগে পড়ত। আবার আযাব আসত এবং তারা ঐরূপ করত।

سَاحِرٍ অর্থাৎ যাদুকর দ্বারা তারা খুব বড় আলেমকে বুঝাতো। তাদের যুগের লোকদের মধ্যে এটা একটা ইল্ম বলে গণ্য হত এবং তাদের যুগে এটা নিন্দনীয় ছিলনা। বরং এটা খুব মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত। সুতরাং তাদের মূসাকে (আঃ) 'হে যাদুকর' বলে সম্বোধন করা সম্মানের জন্য ছিল, প্রতিবাদ হিসাবে ছিলনা। কেননা তাদের কাজতো চলতেই থাকত। প্রত্যেকবার তারা মুসলিম হয়ে যাওয়ার

অঙ্গীকার করত এবং এ কথাও বলত যে, তারা বানী ইসরাঈলকে তাঁর সাথে পাঠিয়ে দিবে। কিন্তু যখনই আযাব সরে যেত তখন তারা বিশ্বাসঘাতকতা করত এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করত। যেমন মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলেন :

فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالْدَّمَ ؕ آيَاتٍ مُّفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُّجْرِمِينَ. وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجْزُ قَالُوا يَمْمُوسَىٰ آدُعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِنْدَكَ ۖ لَئِن كَشَفْتَ عَنَّا الرِّجْزَ لَنُؤْمِنَنَّ لَكَ وَلَنُرْسِلَنَّ مَعَكَ بَنِي إِسْرَءِيلَ. فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الرِّجْزَ إِلَىٰ أَجَلٍ هُمْ بَلِغُوهُ إِذَا هُمْ يَنْكُتُونَ

অতঃপর আমি তাদের উপর প্লাবণ, পঙ্গপাল, উকুন, ব্যাঙ ও রক্ত ধারার শাস্তি পাঠিয়ে ক্লিষ্ট করি, ওগুলি ছিল আমার সুস্পষ্ট নিদর্শন, কিন্তু তারা শেষ পর্যন্ত দাঙ্কিতা ও অহংকারেই মেতে রইল, তারা ছিল একটি অপরাধী জাতি। তাদের উপর কোন বালা মুসীবাৎ ও বিপদ-আপদ আপতিত হলে তারা বলত : হে মুসা! আমাদের পক্ষ থেকে তোমার রবের নিকট দু'আ কর। তাঁর সাথে তোমার যে অঙ্গীকার রয়েছে তদনুযায়ী যদি আমাদের উপর থেকে প্লেগ দূর করে দিতে পার তাহলে আমরা তোমার প্রতি ঈমান আনব এবং তোমার সাথে বানী ইসরাঈলদেরকে পাঠিয়ে দিব। কিন্তু যখনই আমি তাদের উপর হতে প্লেগের শাস্তির সেই সময়টি অপসারিত করতাম যা তাদের জন্য নির্ধারিত ছিল, তখনই আবার তারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত। (সূরা আ'রাফ, ৭ : ১৩৩-১৩৫)

৫১। ফির'আউন তার সম্প্রদায়ের মধ্যে এই বলে ঘোষণা করল : হে আমার সম্প্রদায়! মিসর রাজ্য কি আমার নয়? এই নদীগুলি আমার পাদদেশে প্রবাহিত, তোমরা কি দেখনা?

۵۱. وَنَادَىٰ فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ
قَالَ يَبْقَوْمِ اٰلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ
وَهٰذِهِ اَنْهٰرُ تَجْرٰى مِنْ
تَحْتِىْ اَفَلَا تُبْصِرُوْنَ

<p>৫২। আমিতো শ্রেষ্ঠ এই ব্যক্তি হতে যে হীন এবং স্পষ্ট কথা বলতে অক্ষম।</p>	<p>৫২. أَمْ أَنَا خَيْرٌ مِّنْ هَٰذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ وَلَا يَكَادُ يُبِينُ</p>
<p>৫৩। মুসাকে কেন দেয়া হল না স্বর্ণ বলয়, অথবা তার সাথে কেন এলো না মালাইকা/ ফেরেশতা দলবদ্ধভাবে?</p>	<p>৫৩. فَلَوْلَا أُلْقِيَ عَلَيْهِ أَسْوِرَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ أَوْ جَاءَ مَعَهُ الْمَلَأِكَةُ مُقْتَرِنِينَ</p>
<p>৫৪। এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে হতবুদ্ধি করে দিল। ফলে তারা তার কথা মেনে নিল। তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়।</p>	<p>৫৪. فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُوهُ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَسِيقِينَ</p>
<p>৫৫। যখন তারা আমাকে ক্রোধান্বিত করল তখন আমি তাদেরকে শান্তি দিলাম এবং নিমজ্জিত করলাম তাদের সবাইকে।</p>	<p>৫৫. فَلَمَّا ءَاسَفُونَا اٰنْتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ اٰجْمَعِينَ</p>
<p>৫৬। অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত।</p>	<p>৫৬. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ</p>

ফির'আউন তার সভাসদদের সাথে পরামর্শ করল এবং আল্লাহ যেভাবে তাদেরকে শান্তি দিলেন

আল্লাহ তা'আলা ফির'আউনের ঔদ্ধত্য ও আমিত্বের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সে তার কাওমকে একত্রিত করে ঘোষণা করল :

আমি أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِنْ تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ
 কি একাই মিসরের বাদশাহ নই? আর আমার বাগ-বাগিচায় ও প্রাসাদে কি
 নদীগুলি প্রবাহিত নয়? তোমরা কি আমার শ্রেষ্ঠত্ব ও সাম্রাজ্য দেখতে পাচ্ছনা?
 আর মূসা (আঃ) এবং তার সঙ্গীদেরকে দেখতো যে, তারা কেমন দুর্বল ও দরিদ্র!
 যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

فَحَشَرَ فَنَادَى. فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى. فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْأَخْزَةِ وَالْأُولَى

সে সকলকে সমবেত করল এবং উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করল, আর বলল :
 আমিই তোমাদের শ্রেষ্ঠ রাব্ব। ফলে আল্লাহ তাকে ধৃত করলেন আখিরাতের ও
 ইহকালের দন্ডের নিমিত্ত। (সূরা নাযি'আত, ৭৯ : ২৩-২৫)

আমি কি শ্রেষ্ঠ নই এই ব্যক্তি হতে যে
 هَذَا الَّذِي هُوَ مَهِينٌ
 হীন। সুদী (রহঃ) বলেন, তার কথা ছিল : নিশ্চয়ই আমি তার চেয়ে উত্তম,
 সেতো একজন তুচ্ছ ব্যক্তি। (তাবারী ২১/৬১৬) বসরার কিছু কিছু ভাষাবিদ
 বলেন : অভিশপ্ত ফির'আউন বলতে চেয়েছিল যে, সে মূসা (আঃ) থেকে উত্তম।
 কিন্তু ওটি ছিল একটি ডাहा মিথ্যা কথা। আল্লাহ বারী তা'আলা ফির'আউনের
 উপর কিয়ামাত দিবস পর্যন্ত বিরামহীন অভিশাপ বর্ষণ করুন। সুফিয়ান (রহঃ)
 বলেন যে, মূসাকে (আঃ) তুচ্ছ বলার অর্থ হল তাকে গুরুত্বহীন ব্যক্তি বলে মনে
 করা। কাতাদাহ (রহঃ) এবং সুদী (রহঃ) বলেন : সে তাকে মনে করেছিল
 একজন দুর্বল ব্যক্তি। ইবন জারীর (রহঃ) বলেন : অভিশপ্ত ফির'আউন তাঁকে
 (মূসাকে (আঃ)) মনে করেছিল ক্ষমতাহীন ও সম্পদহীন একজন সাধারণ মানুষ।

আসলে এটাও ফির'আউনের প্রতারণামূলক ও মিথ্যা কথা। মূসাকে (আঃ)
 ফির'আউনের তুচ্ছ ব্যক্তি বলা ছিল একটি মিথ্যা কথা, বরং ফির'আউন নিজেই
 ছিল তুচ্ছ ও নগন্য ব্যক্তি যার ছিলনা কোন যুদ্ধবিদ্যা, ধর্মীয় জ্ঞান এবং শারীরিক
 শক্তি। পক্ষান্তরে মূসা (আঃ) ছিলেন একজন আদর্শবান, সত্যবাদী, ধার্মিক এবং
 মর্যাদাবান। তিনি উচ্চ মান-মর্যাদার অধিকারী ও প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু
 অভিশপ্ত ফির'আউন আল্লাহর নাবী মূসাকে (আঃ) কুফরীর চোখে দেখত বলে
 তাঁকে ঐরূপ দেখত। প্রকৃতপক্ষে সে নিজেই ছিল ঘৃণ্য ও লাঞ্ছিত।

وَلَا يَكَادُ يُبِينُ
 সেতো স্পষ্ট কথা বলতে পারেনা। কথা বলার সময়
 তোতলায়, কথায় জড়তা আসে।

বাল্যকালে মূসা (আঃ) তাঁর মুখে আগুনের অঙ্গার পুরে দেয়ার কারণে তাঁর

কথা যদিও তোতলা হত, কিন্তু তাঁর তোতলামি যেন দূর হয়ে যায় এজন্য তিনি মহান আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিলেন। ফলে আল্লাহর দয়ায় তাঁর ঐ তোতলামি চলে গিয়েছিল।

قَالَ قَدْ أُوتِيتَ سُؤْلَكَ يَمُوسَىٰ

তিনি বললেন : হে মূসা, তুমি যা চেয়েছ তা তোমাকে দেয়া হল। (সূরা তাহা, ২০ : ৩৬) আর যদি এটা মেনে নেয়াও হয় যে, এরপরেও তাঁর যবানের কিছুটা ত্রুটি রয়ে গিয়েছিল, কেননা তিনি প্রার্থনায় শুধু এটুকুই বলেছিলেন : হে আমার রাব্ব! আমার জিহ্বার জড়তা আপনি দূর করে দিন, যাতে তারা আমার কথা বুঝতে পারে, তবুও এটা কোন দোষের কথা নয়। আল্লাহ তা'আলা যাকে যেভাবে সৃষ্টি করেন সেইভাবেই সে হয়ে থাকে, এতে দোষের এমন কি আছে? আসলে ফির'আউন একটা কথা বানিয়ে নিয়ে তার মূর্থ প্রজাদেরকে উত্তেজিত ও বিভ্রান্ত করতে চেয়েছিল। যেমন সে বলেছিল :

مُوسَاكَ كَعَنَ دَعَا هَلَنَّا سَرْف-বলয়।
فَلَوْلَا أَلْقَىٰ عَلَيْهِ أَسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبٍ
অথবা তাঁকে সেবা করা কিংবা সব সময় সাহায্য করার জন্য কেন একজন মালাক/ফেরেশতা নিয়োগ করা হলনা যে তাঁর কথার সত্যতার ব্যাপারে সাক্ষ্য দিবে? আসলে মূসার (আঃ) বাহ্যিক দিকেই তার নাযর সীমাবদ্ধ ছিল। তাঁর ভিতরগত দিক অর্থাৎ কথার তাৎপর্য এবং বাস্তবতার দিকে যদি খেয়াল করত তাহলে এই ভ্রম হতনা। আসলে সেতো ঐ ব্যক্তি যে বুঝতে চায়না। আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَطَاعُوهُ
সে তার লোকদেরকে কথার মারপ্যাচে মতিভ্রম করল এবং ভুল বুঝিয়ে পথভ্রষ্ট করার চেষ্টা করল। ফলে তারাও তার ডাকে সাড়া দিল। আসলে إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ তারাতো ছিল এক সত্যত্যাগী সম্প্রদায়। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু বলেন :

فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ
(রহঃ) বলেন যে, ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এ আয়াতের অর্থ করেছেন : 'যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল' এর অর্থ হল তারা আমার থেকে গয়ব চেয়ে নিল। (তাবারী ২১/৬২২) যাহহাক (রহঃ) বলেন : এর অর্থ হল তার প্রতি আমাকে রাগান্বিত হতে বাধ্য করল। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ

(রহঃ), সাঈদ ইব্ন যুবাইর (রহঃ), মুহাম্মাদ ইব্ন কা'ব আল কারায়ী (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ), সুদী (রহঃ) এবং বিজ্ঞ তাফসীরকারকদের অনেকেই এরূপ অভিমত ব্যক্ত করেছেন। (তাবারী ২১/৬২২, দুররুল মানসুর ৭/৩৮৩)

ইব্ন আবী হাতিম (রহঃ) বর্ণনা করেন, উকবা ইব্ন আমির (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : যখন তুমি দেখে যে, আল্লাহ কোন মানুষকে ইচ্ছামত দিতে রয়েছেন, আর সে তাঁর অবাধ্যাচরণ করতে রয়েছে তখন তুমি বুঝবে যে, আল্লাহ তাকে অবকাশ দিচ্ছেন। অতঃপর তিনি فَلَمَّا آسَفُونَا انتَقَمْنَا مِنْهُمْ فَأَغْرَقْنَاهُمْ أَجْمَعِينَ এই আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৪/১৪৫)

তারিক ইব্ন শিহাব (রহঃ) বর্ণনা করেন : আবদুল্লাহর (রাঃ) সামনে হঠাৎ মৃত্যুর আলোচনা করা হলে তিনি বলেন : মু'মিনের উপর এটা খুব সহজ, কিন্তু কাফিরের উপর এটা দুঃখজনক। অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন। (দুররুল মানসুর ৭/৩৮৪)

উমার ইব্ন আবদুল আযীয (রহঃ) বলেন যে, গাফিলাতি বা অমনোযোগিতার সাথে শাস্তি জড়িত রয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِّلْآخِرِينَ অতঃপর পরবর্তীদের জন্য আমি তাদেরকে করে রাখলাম অতীত ইতিহাস ও দৃষ্টান্ত। অর্থাৎ পরবর্তী লোকেরা যেন তাদের পরিণাম দেখে শিক্ষা গ্রহণ করে এবং নিজেদের পরিত্রাণ লাভের উপায় অনুসন্ধান করে।

আবু মিয়ালিয (রহঃ) বলেন : তারা হল তাদের অগ্রবর্তী দল যারা তাদের অনুরূপ কাজ করে। (কুরতুবী ১৬/১০২) তিনি এবং মুজাহিদ (রহঃ) আরও বলেন : তারা হল তাদের পরবর্তীদের জন্য শিক্ষণীয়। (তাবারী ২১/৬২৪, কুরতুবী ১৬/১০২) আল্লাহই হলেন একমাত্র সত্ত্বা যিনি সৎ পথে পরিচালিত করেন। তাঁরই কাছে আমাদের সর্বশেষ প্রত্যাবর্তন।

৫৭। যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়।

৫৭. وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ

<p>৫৮। এবং বলে : আমাদের দেবতাগুলি শ্রেষ্ঠ, না ঈসা? তারা শুধু বাক-বিতন্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতন্ডাকারী সম্প্রদায়।</p>	<p>৫৮. وَقَالُوا ءَالِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ ۚ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۚ بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ</p>
<p>৫৯। সেতো ছিল আমারই এক বান্দা, যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত।</p>	<p>৫৯. إِنَّ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَءِيلَ</p>
<p>৬০। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত।</p>	<p>৬০. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ</p>
<p>৬১। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন; সুতরাং তোমরা কিয়ামাতে সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকে অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ।</p>	<p>৬১. وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ۖ فَلَا تَمْتَرْنَ بِهَا ۚ وَاتَّبِعُونِ ۚ هَٰذَا صِرَاطٌ مُّسْتَقِيمٌ</p>
<p>৬২। শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই নিবৃত্ত না করে, সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।</p>	<p>৬২. وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ ۚ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ</p>
<p>৬৩। ঈসা যখন স্পষ্ট নিদর্শনসহ এলো তখন সে</p>	<p>৬৩. وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ</p>

<p>বলল : আমি তো তোমাদের নিকট এসেছি প্রজ্ঞাসহ এবং তোমরা যে বিষয়ে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। সুতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার অনুসরণ কর।</p>	<p>قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ ۖ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا</p>
<p>৬৪। আল্লাহই আমার রাক্ব এবং তোমাদের রাক্ব। অতএব তাঁর ইবাদাত কর; এটাই সরল পথ।</p>	<p>٦٤. إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ</p>
<p>৬৫। অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল; সুতরাং যালিমদের জন্য দুর্ভোগ, যজ্ঞগাদায়ক দিনের শাস্তির।</p>	<p>٦٥. فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ ۖ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ أَلِيمٍ</p>

ঈসার (আঃ) প্রতি কুরাইশদের মনোভাব এবং

আল্লাহর কাছে তাঁর মর্যাদা

وَكَأَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ যখন মারইয়াম তনয়ের দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল গুরু করে দেয়। এখানে আল্লাহ তা'আলা কুরাইশদের বর্ণনা দিচ্ছেন যারা তাদের মিথ্যা ধর্ম বিশ্বাসে অটল থেকেছিল এবং অযৌক্তিক তর্ক-বিতর্ক করত। ইব্ন আব্বাস (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ), ইকরিমাহ (রহঃ) এবং যাহহাক (রহঃ) বলেন যে, يَصِدُّونَ এর অর্থ হল : তারা হাসতে লাগল। অর্থাৎ এতে তারা বিস্ময়বোধ করল। (কুরতুবী ১৬/১০৩) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : তারা

হতবুদ্ধি হল এবং হাসতে লাগল। (তাবারী ২১/৬২৭) ইবরাহীম নাখঈ (রহঃ) বলেন যে, এর অর্থ হল : তারা মুখ ফিরিয়ে নিল। (কুরতুবী ১৬/১০৩)

ইমাম মুহাম্মাদ ইব্ন ইসহাক (রহঃ) তাঁর ‘সীরাতে’ গ্রন্থে এর যে কারণ বর্ণনা করেছেন তা এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরার সাথে মাসজিদে বসা ছিলেন। সেখানে নাযর ইব্ন হারিসও এসে যায় এবং ওখানে বসে পড়ে। কুরাইশদের আরও অনেকে সেখানে উপস্থিত ছিল। ঐ সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে এবং হারিসের সাথে কথা-বার্তা হচ্ছিল। সে যুক্তি-তর্কে টিকতে না পেরে লা-জবাব বা নিরুত্তর হয়ে যায়। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনুল হাকীমের নিম্নের আয়াতটি পাঠ করে শুনিয়ে দেন :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা অম্বিয়া, ২১ : ৯৮) তারপর তিনি সেখান হতে চলে আসেন। কিছুক্ষণ পর সেখানে আবদুল্লাহ ইব্ন যাব‘আরী আত তামীমী আগমন করে। তখন ওয়ালীদ ইব্ন মুগীরা তাকে বলে : আল্লাহর শপথ! নাযর ইব্ন হারিস আবদুল মুত্তালিবের সন্তানের (পৌত্রের) নিকট হেরে গেছে। শেষ পর্যন্ত সে আমাদেরকে ও আমাদের মা‘বুদদেরকে জাহান্নামের ইন্ধন বলে দাবী করে চলে গেল। সে (আবদুল্লাহ ইব্ন যাব‘আরী) তখন বলল : আল্লাহর শপথ! আমি যদি তাঁর সাক্ষাত পাই তাহলে তর্কে সে নিজেই নিরুত্তর হয়ে যাবে। যাও, তোমরা গিয়ে তাঁকে প্রশ্ন কর : আমরা এবং আমাদের সমস্ত মা‘বুদ যখন জাহান্নামী তখন এটা অপরিহার্য যে, মালাইকা, উযায়ের (আঃ) এবং ঈসাও (আঃ) জাহান্নামী হবেন? কেননা আমরা মালাইকার উপাসনা করে থাকি, ইয়াহুদীরা উযায়েরের (আঃ) উপাসনা করে এবং খৃষ্টানরা ঈসার (আঃ) ইবাদাত করে। তার এ কথা শুনে মাজলিসের লোকেরা সবাই খুব খুশি হল এবং বলল যে, এটাই সঠিক কথা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তর্কে পরাজিত করার জন্য এটি একটি শক্ত যুক্তি। নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের কানে যখন এ সংবাদ পৌঁছলো তখন তিনি বললেন : প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি, যে গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে এবং প্রত্যেক ঐ ব্যক্তি যে খুশি মনে নিজেদের ইবাদাত করিয়ে নেয়, এরূপ উপাসক ও উপাস্য উভয়েই জাহান্নামী। মালাইকা/ফেরেশতারা এবং নাবীগণ (আঃ) না নিজেদের ইবাদাত করার জন্য কেহকেও নির্দেশ দিয়েছেন, আর না তাঁরা তাতে সঙ্কষ্ট। তাঁদের নামে আসলে

এরা শাহিতানের উপাসনা করে। সেই তাদেরকে শিরকের হুকুম দিয়ে থাকে। আর তারা তার সেই হুকুম পালন করে। তখন নিম্নের আয়াতটি অবতীর্ণ হয় :

إِنَّ الَّذِينَ سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَّا الْحُسْنَىٰ أُولَٰئِكَ عَنْهَا مُبْعَدُونَ

যাদের জন্য আমার নিকট থেকে পূর্ব হতে কল্যাণ নির্ধারিত রয়েছে তাদেরকে তা হতে দূরে রাখা হবে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ১০১) অর্থাৎ ঈসা (আঃ), উযায়ের (আঃ) এবং এঁদের ছাড়া অন্যান্য যেসব আলেম ও ধর্ম যাজকদের এরা উপাসনা করে, যারা নিজেরা আল্লাহর আনুগত্যের উপর কায়ম ছিলেন এবং শিরকের প্রতি অসম্মত ও তা হতে বাধাদানকারী ছিলেন, তাঁদের মৃত্যুর পরে পথভ্রষ্ট অজ্ঞ লোকেরা তাঁদেরকে মা'বুদ বানিয়ে নেয়। তাই তাঁদের ইবাদাতকারীদের ইবাদাত থেকে তাঁরা সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ।

আর মালাইকা/ফেরেশতাদেরকে যে মুশরিকরা আল্লাহর কন্যা বিশ্বাস করে তাদের উপাসনা করত তা খণ্ডন করতে গিয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحَنَهُ ۚ بَلْ عِبَادٌ مُّكْرَمُونَ

তারা বলে : দয়াময় আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। তিনি পবিত্র মহান! তারাতো তাঁর সম্মানিত বান্দা। (সূরা আশিয়া, ২১ : ২৬) আর ঈসার (আঃ) ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ (আঃ) দৃষ্টান্ত উপস্থিত করা হয় তখন তোমার সম্প্রদায় শোরগোল শুরু করে দেয়। এরপর মহান আল্লাহ ঈসার (আঃ) বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَٰئِيلَ. وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ. وَإِنَّ لَعَلْمَ لِلسَّاعَةِ

সেতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং করেছিলাম বানী ইসরাঈলের জন্য দৃষ্টান্ত। আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাইকা/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। অর্থাৎ ঈসার মাধ্যমে আমি যেসব মু'জিয়া দুনিয়াবাসীকে দেখিয়েছি, যেমন মৃতকে জীবিত করা, কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করা ইত্যাদি, এগুলো কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার দলীল হিসাবে যথেষ্ট।

سُورَاتٍ تَوَمَّرَا كِيَّامَاتٍ سُوْرَاتٍ تَوَمَّرَا كِيَّامَاتٍ سُوْرَاتٍ تَوَمَّرَا كِيَّامَاتٍ
 সন্দেহ পোষণ করনা এবং আমাকেই অনুসরণ কর। এটাই সরল পথ। (ইব্ন
 হিশাম ১/৩৯৬-৩৯৮)

আল আউফী (রহঃ) থেকে ইব্ন জারীর (রহঃ) বর্ণনা করেন : ইব্ন আব্বাস
 (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, মুশরিকরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া
 সাল্লামের মুখে তাদের মা’বুদদের জাহান্নামী হওয়ার কথা শুনে ভয়ে আতংকগ্রস্ত
 হয়ে যায়। তাদেরকে বলা হয় :

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصْبُ جَهَنَّمَ أَنتُمْ لَهَا
 وَارِدُونَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো
 জাহান্নামের ইক্ষন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৮)
 তখন কুরাইশরা তাঁকে জিজ্ঞেস করল : ইব্ন মারইয়াম (আঃ) সম্পর্কে আপনি
 কি বলেন? তিনি উত্তরে বলেন : তিনি আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল। তারা কোন
 উত্তর খুঁজে না পেয়ে বলল, আল্লাহর শপথ! এ ব্যক্তিতো শুধু এটাই চায় যে,
 আমরা যেন তাকে প্রভু বানিয়ে নিই যেমন খৃষ্টানরা ঈসা ইব্ন মারইয়ামকে (আঃ)
 প্রভু বানিয়ে নিয়েছিল। তখন আল্লাহ তা’আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি
 ওয়া সাল্লামকে বলেন :

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ
 উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতণ্ডাকারী
 সম্প্রদায়। (তাবারী ২১/৬২৫, মুশকিলুল আছার ১/৪৩১, হাকিম ২/৩৮৫)

কাতাদাহ (রহঃ) বলেন যে, তাদের (أَلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هَذَا) এই উক্তির ভাবার্থ
 হচ্ছে : আমাদের মা’বুদ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে উত্তম।
 ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কিরআতে هَذَا أَمْ রয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا
 এরা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ
 কথা বলে। অর্থাৎ তাদের এটা বিনা দলীল-প্রমাণে ঝগড়া। মিথ্যার উপরই
 তারা তর্ক-বিতর্ক করছে। তারা নিজেরাও জানে যে, তারা যেটা বলছে ভাবার্থ

সেটা নয় এবং তাদের প্রতিবাদ ও আপত্তি নিরর্থক। কেননা প্রথমতঃ আয়াতে مَا শব্দ রয়েছে, যা জ্ঞান-বিবেকহীনের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর দ্বিতীয়তঃ আয়াতে কুরাইশদেরকে সম্বোধন করা হয়েছে যারা মূর্তি/প্রতিমা, পাথর ইত্যাদির পূজা করত।

إِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ حَصَبُ جَهَنَّمَ

তোমরা এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদাত কর সেগুলিতো জাহান্নামের ইন্ধন; তোমরা সবাই তাতে প্রবেশ করবে। (সূরা আশিয়া, ২১ : ৯৮) তারা ঈসার (আঃ) পূজারী ছিলনা। সুতরাং নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই এ কথা বলে। অর্থাৎ তারা যে কথা বলে সেটা যে বাকপটুত্ব শূন্য তা তারা নিজেরাও জানে।

আবু উমামাহ (রাঃ) হতে বর্ণিত আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন : কোন কাওম হিদায়াতের উপর থাকার পর কখনও পথভ্রষ্ট হয়না যে পর্যন্ত না তাদের মধ্যে দলীল-প্রমাণ ছাড়াই বাক-বিতণ্ডায় লিপ্ত হওয়ার রীতি চলে আসে।

অতঃপর তিনি مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصْمُونَ তারা শুধু বাক-বিতণ্ডার উদ্দেশ্যেই তোমাকে এ কথা বলে। বস্তুতঃ তারাতো শুধু বাক-বিতণ্ডাকারী সম্প্রদায়। এ আয়াতটিই তিলাওয়াত করেন। (আহমাদ ৫/২৫৬, তিরমিযী ৯/১৩০, ইব্ন মাজাহ ১/১৯, তাবারী ২১/৬২৯) ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেন : এ হাদীসটি হাসান সহীহ। হাজ্জাজ ইব্ন দীনার (রহঃ) ছাড়া আমরা এ হাদীসটি আর কারও কাছ থেকে শুনিনি। এরপর মহান আল্লাহ বলেন :

إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ ঈসাতো ছিল আমারই এক বান্দা যাকে আমি অনুগ্রহ করেছিলাম এবং তাকে আল্লাহর ক্ষমতার নিদর্শন বানিয়ে বানী ইসরাঈলের নাবী হিসাবে তাদের নিকট প্রেরণ করেছিলাম যেন তারা জানতে পারে যে, আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করার তিনি ক্ষমতা রাখেন। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ আমি ইচ্ছা করলে তোমাদের মধ্য হতে মালাক/ফেরেশতা সৃষ্টি করতে পারতাম, যারা পৃথিবীতে উত্তরাধিকারী হত। এ আয়াতের ব্যাখ্যায় সুদী (রহঃ) বলেন : তারা পৃথিবীতে

তোমাদের পরিবর্তে বসবাস করত। (তাবারী ২১/৬৩১) ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে : যেমনভাবে তোমরা একে অপরের স্থলাভিষিক্ত হচ্ছে তেমনভাবে তাদেরকেও করে দিতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) দুই অবস্থায়ই ভাবার্থ একই।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এর ভাবার্থ হচ্ছে : তোমাদের পরিবর্তে তাদের দ্বারা দুনিয়া আবাদ করতাম। (তাবারী ২১/৬৩০) মহান আল্লাহ বলেন :

وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ
ফিরেছে ঈসার (আঃ) দিকে অর্থাৎ ঈসা (আঃ) কিয়ামাতের একটি নিদর্শন। কেননা উপর হতে তাঁরই আলোচনা চলে আসছে। আর এটা স্পষ্ট কথা যে, এখানে ঈসার (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে নাযিল হওয়াকেই বুঝানো হয়েছে। যেমন আল্লাহ তাবারাকা ওয়া তা'আলা বলেন :

وَإِن مِّنْ أَهْلٍ لِّلْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَمَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا

এবং আহলে কিতাবের মধ্যে এমন কেহ নেই যে, তার মৃত্যুর পূর্বে ব্যতীত এটা বিশ্বাস করবে; এবং উত্থান দিবসে সে (ঈসা) তাদের উপর সাক্ষ্য দান করবে। (সূরা নিসা, ৪ : ১৫৯)

এই ভাবার্থ পূর্ণভাবে প্রকাশ পায় এই আয়াতেরই দ্বিতীয় পঠনে, যাতে রয়েছে
وَإِنَّهُ لَعَلَّمَ لِّلسَّاعَةِ
ঈসাতো কিয়ামাতের নিদর্শন। অর্থাৎ নিশ্চয়ই সে (ঈসা আঃ) কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার আলামত বা লক্ষণ।

মুজাহিদ (রহঃ) বলেন যে, এটা হল কিয়ামাতের লক্ষণ, অর্থাৎ ঈসা ইব্ন মারইয়ামের (আঃ) কিয়ামাতের পূর্বে আগমন। (তাবারী ২১/৬৩২) আবু হুরাইরাহ (রাঃ) এবং ইব্ন আব্বাস (রাঃ) হতেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে। আবুল আলিয়া (রহঃ), আবু মালিক (রহঃ), ইকরিমাহ (রাঃ), হাসান (রহঃ), কাতাদাহ (রহঃ) যাহহাক (রহঃ) প্রমুখ বিজ্ঞজন হতেও অনুরূপই বর্ণিত আছে। (তাবারী ২১/৬৩২, কুরতুবী ১৬/১০৬)

বিভিন্ন মুতাওয়াতিহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খবর দিয়েছেন যে, কিয়ামাতের পূর্বে ঈসা (আঃ) ন্যায়পরায়ণ ইমাম ও ইনসাফকারী বিচারক রূপে অবতীর্ণ হবেন। তাই মহান আল্লাহ বলেন :

تَوَمَّرَا كِيَاْمَا تَہ سَنَدَہ
 পোষণ করনা, বরং এটাকে নিশ্চিত রূপে বিশ্বাস কর এবং আমি তোমাদেরকে যে
 খবর দিচ্ছি তাতে তোমরা আমার অনুসরণ কর, এটাই সরল পথ।

وَلَا يَصُدُّكُمُ الشَّيْطَانُ শাইতান যেন তোমাদেরকে কিছুতেই আমার এই
 সরল সঠিক পথ হতে নিবৃত্ত না করে। সেতো তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। ঈসা
 (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন :

هَہَ اَمَارَہ
 কাকু! আমি তোমাদের নিকট এসেছি হিকমাত অর্থাৎ নাবুওয়াত নিয়ে এবং দীনী
 বিষয়ে তোমরা যে মতভেদ করছ তা স্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। ইমাম ইব্ন জারীর
 (রহঃ) এটাই বলেন। (তাবারী ২১/৬৩৫) এই উক্তিটিই উত্তম ও পাকাপোক্ত।
 মহান আল্লাহ বলেন যে, ঈসা (আঃ) তাঁর কাওমকে আরও বলেন :

وَأَطِيعُوا اللَّهَ فَاتَّقُوا اللَّهَ সূতরাং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমারই
 অনুসরণ কর। إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ
 আল্লাহইতো আমার রাব্ব এবং তোমাদেরও রাব্ব। মনে রেখ যে, তোমরা সবাই
 এবং আমি নিজেও তাঁর গোলাম এবং তাঁর মুখাপেক্ষী। আমরা তাঁর দয়ার
 কান্দাল। সূতরাং একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করা আমাদের সবারই একান্ত কর্তব্য।
 তিনি এক ও অংশীবিহীন। এটাই হল তাওহীদের পথ, এটাই সরল সঠিক পথ।
 মহামহিমাবিত্ত আল্লাহ বলেন :

فَاخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِنْ بَيْنِهِمْ فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابٍ يَوْمَ أَلِيمٍ
 অতঃপর তাদের কতিপয় দল মতানৈক্য সৃষ্টি করল এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে
 পড়ল। কেহ কেহ ঈসাকে (আঃ) আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল বলে স্বীকার করল
 এবং এরাই ছিল সত্যপন্থী দল। আবার কেহ কেহ তাঁর সম্পর্কে দাবী করল যে,
 তিনি আল্লাহর পুত্র (নাউযুবিল্লাহ)। আর কেহ কেহ তাঁকেই আল্লাহ বলল
 (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিকা)। আল্লাহ তা‘আলা তাদের দুই দাবী হতেই মুক্ত ও
 পবিত্র। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এ জন্যই মহাপ্রতাপাবিত্ত আল্লাহ বলেন
 : দুর্ভোগ এই যালিমদের জন্য। কিয়ামাতের দিন তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি
 প্রদান করা হবে।

<p>৬৬। তারাতো তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে কিয়ামাত আসারই অপেক্ষা করছে।</p>	<p>٦٦. هَلْ يَنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ</p>
<p>৬৭। বন্ধুরা সেই দিন হয়ে পড়বে একে অপরের শত্রু, তবে মু'মিনরা ব্যতীত।</p>	<p>٦٧. الْأَخِلَّاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ</p>
<p>৬৮। হে আমার বান্দাগণ! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা -</p>	<p>٦٨. يَعْبَادِ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ</p>
<p>৬৯। যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল।</p>	<p>٦٩. الَّذِينَ ءَامَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ</p>
<p>৭০। তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর।</p>	<p>٧٠. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ تَحْبَرُونَ</p>
<p>৭১। স্বর্গের থালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে; সেখানে রয়েছে সবকিছু, অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে</p>	<p>٧١. يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ ^ط وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنْفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ ^ط وَأَنْتُمْ</p>

তোমরা স্থায়ী হবে।	فِيهَا خَالِدُونَ
৭২। এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ।	۷۲. وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
৭৩। সেখানে তোমাদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফলমূল, তোমরা আহার করবে তা হতে।	۷۳. لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ

আকস্মিকভাবে কিয়ামাত সংঘটিত হবে এবং কাফিরদের মধ্যে শত্রুতা দেখা দিবে

আল্লাহ তা'আলা বলেন : **إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ تَأْتِيَهُمْ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ**।
দেখ, এই মুশরিকরা কিয়ামাতের অপেক্ষা করছে। কিন্তু এতে কোন লাভ নেই, কেননা এটা তাদের অজ্ঞাতসারে আকস্মিকভাবে এসে পড়বে। কারণ এটা সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময় কারও জানা নেই। হঠাৎ করে যখন এটা এসে পড়বে তখন এরা লজ্জিত ও অনুতপ্ত হলেও কোন উপকার হবেনা। এরা যদিও এই কিয়ামাতকে অসম্ভব মনে করছে, কিন্তু এটা শুধু সম্ভবই নয়, বরং নিশ্চিত। ঐ সময় বা ঐ সময়ের পরের আমল কোন কাজে আসবেনা।

إِلَّا الْمُتَّقِينَ দুনিয়ায় যাদের বন্ধুত্ব গাইরুল্লাহর জন্য রয়েছে ঐ দিন সেটা শত্রুতায় পরিবর্তিত হবে। তবে হ্যাঁ, যে বন্ধুত্ব শুধু আল্লাহর জন্য রয়েছে তা বাকী ও চিরস্থায়ী থাকবে। যেমন ইবরাহীম (আঃ) স্বীয় কাওমকে বলেছিলেন :

إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّنْ دُونِ اللَّهِ أَوْثَنًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَلَيَعْنُ بَعْضُكُم بَعْضًا وَمَأْوَاكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّنْ نَّصِيرِينَ

তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে মূর্তিগুলিকে উপাস্য রূপে গ্রহণ করেছে পার্থিব জীবনে তোমাদের পারস্পরিক বন্ধুত্বের খাতিরে; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং পরস্পরকে অভিসম্পাত দিবে। তোমাদের আবাস হবে জাহান্নাম এবং তোমাদের কোন সাহায্যকারী থাকবেনা। (সূরা আনকাবুত, ২৯ : ২৫)

সুখবর তাকওয়া অবলম্বনকারীদের জন্য, তাদের বাসস্থান হচ্ছে জান্নাত

কিয়ামাতের দিন মুত্তাকীদেরকে বলা হবে :

يَا عِبَادَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এরপর বলা হবে :

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ. ادْخُلُوا الْجَنَّةَ أَنْتُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং আত্মসমর্পণ করেছিল, তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীগণ সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। এটা হল তোমাদের ঈমান ও ইসলামের প্রতিদান। অর্থাৎ ভিতরে বিশ্বাস ও পূর্ণ প্রত্যয়, আর বাইরে শারীয়াতের উপর আমল।

মু'তামির ইব্ন সুলাইমান (রহঃ) স্বীয় পিতা হতে বর্ণনা করেছেন যে, কিয়ামাতের দিন যখন মানুষ নিজ নিজ কাবর হতে উত্থিত হবে তখন সবাই অশান্তি ও ত্রাসের মধ্যে থাকবে। তখন একজন ঘোষক (আল্লাহর বাণী) ঘোষণা করবেন :

يَا عِبَادَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ হে আমার বান্দারা! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিতও হবেনা। এ ঘোষণা শুনে সবাই আশ্বস্ত হবে, কারণ তারা এটাকে সাধারণ ঘোষণা মনে করবে (অর্থাৎ তারা মনে করবে যে এ ঘোষণা সবাইরই জন্য)। এরপর আবার ঘোষণা করা হবে :

الَّذِينَ آمَنُوا بِآيَاتِنَا وَكَانُوا مُسْلِمِينَ যারা আমার আয়াতে বিশ্বাস করেছিল এবং মুসলিম হয়েছিল। (তা'বারী ২১/৬৩৯) এ ঘোষণা শুনে খাঁটি মুসলিম ছাড়া অন্যান্য সবাই নিরাশ হয়ে যাবে। অতঃপর তাদেরকে বলা হবে :

يَا عِبَادَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ وَلَا أَنْتُمْ تَحْزَنُونَ তোমরা এবং তোমাদের সহধর্মিণীরা সানন্দে জান্নাতে প্রবেশ কর। সূরা রুমে-এর তাফসীর বর্ণিত হয়েছে। মহান আল্লাহ বলেন :

يُطَافُ عَلَيْهِمْ بِصِحَافٍ مِّنْ ذَهَبٍ وَأَكْوَابٍ স্বর্ণের খালা ও পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে প্রদক্ষিণ করা হবে।

وَفِيهَا مَا تَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ وَأَنتُمْ فِيهَا خَالِدُونَ সেখানে সবকিছু রয়েছে অন্তর যা চায় এবং নয়ন যাতে তৃপ্ত হয়। সেখানে তোমরা স্থায়ী হবে।

وَتَشْتَهِيهِ الْأَنفُسُ وَتَلَذُّ الْأَعْيُنُ এই দুই কিরা'আতই রয়েছে। অর্থাৎ সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু, সুগন্ধময় এবং সুন্দর রং-বেরংয়ের খাবার রয়েছে যা মনে চায়। এরপর মহান আল্লাহ তাদের উপর নিজের অনুগ্রহের বর্ণনা দিচ্ছেন :

وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ এটাই জান্নাত, তোমাদেরকে যার অধিকারী করা হয়েছে, তোমাদের কর্মের ফল স্বরূপ। অর্থাৎ আমি তোমাদেরকে এটা দান করেছি আমার প্রশস্ত রাহমাতের গুণে। কেননা কোন ব্যক্তিই আল্লাহর রাহমাত ছাড়া শুধু নিজের কর্মের ফলে জান্নাতে যেতে পারেনা। তবে হ্যাঁ, অবশ্যই জান্নাতের যে শ্রেণীভেদ হবে তা সং কার্যাবলীর পার্থক্যের কারণেই হবে।

لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِنْهَا تَأْكُلُونَ খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা দেয়ার পর মহান আল্লাহ জান্নাতের ফল-মূল ইত্যাদির বর্ণনা দিচ্ছেন যে, সেখানে জান্নাতীদের জন্য রয়েছে প্রচুর ফল, তারা সেগুলি হতে আহার করবে। মোট কথা, তারা অশেষ নি'আমাতরাজিসহ মহান আল্লাহর পছন্দনীয় ঘরে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে। এসব ব্যাপারে মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন।

<p>৭৪। নিশ্চয়ই অপরাধীরা জাহান্নামের শাস্তিতে থাকবে স্থায়ী।</p>	<p>٧٤. إِنَّ الْمَجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ</p>
<p>৭৫। তাদের শাস্তি লাঘব করা হবেনা এবং তারা হতাশ হয়ে পড়বে।</p>	<p>٧٥. لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ</p>

<p>৭৬। আমি তাদের প্রতি যুলুম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম।</p>	<p>۷۶. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ</p>
<p>৭৭। তারা চিৎকার করে বলবে : হে মালিক জাহান্নামের অধিকর্তা। তোমার রাব্ব আমাদেরকে নিঃশেষ করে দিন। সে বলবে : তোমরা এভাবেই থাকবে।</p>	<p>۷۷. وَنَادَوْا يَمَلِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ ۖ قَالَ إِنَّكُمْ مَكْتُوبُونَ</p>
<p>৭৮। আব্বাহ বলবেন : আমি তোমাদের নিকট সত্য পৌছিয়ে ছিলাম, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই ছিলে সত্য বিমুখ।</p>	<p>۷۸. لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَرِهُونَ</p>
<p>৭৯। তারা কি কোন ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে? আমিই সিদ্ধান্ত গ্রহণকারী।</p>	<p>۷۹. أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ</p>
<p>৮০। তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রনার খবর রাখিনা? অবশ্যই রাখি। আমার মালাইকা/ফেরেশতাতো তাদের নিকট থেকে সব কিছু লিপিবদ্ধ করে।</p>	<p>۸۰. أَمْ تَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ ۚ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ</p>

ক্ষতিগ্রস্তদের শাস্তি

إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابٍ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. لَا يُفْتَرُ عَنْهُمْ وَهُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ

এর আগে সৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হয়েছিল। এবার এখানে মন্দ ও

অসৎ লোকদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, পাপীরা স্থায়ীভাবে জাহান্নামের আযাব ভোগ করতে থাকবে। এক মুহুর্তের জন্যও তাদের ঐ শাস্তি হালকা করা হবেনা। জাহান্নামে সে হতাশাগ্রস্ত অবস্থায় পড়ে থাকবে। সর্বপ্রকারের কল্যাণ হতে সে নিরাশ হয়ে যাবে। মহামহিমাম্বিত আল্লাহ বলবেন :

وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّالِمِينَ আমি তাদের প্রতি যুল্ম করিনি, বরং তারা নিজেরাই ছিল যালিম। দুষ্কার্যের মাধ্যমে তারা নিজেরাই নিজেদের উপর যুল্ম করেছে। আমি রাসূল পাঠিয়েছিলাম, কিতাব নাযিল করেছিলাম এবং যুক্তি-প্রমাণ কয়েম করেছিলাম। কিন্তু তারা তাদের হঠকারিতা, অবাধ্যতা এবং সীমালংঘন হতে বিরত হয়নি। ফলে আমি তাদেরকে এর প্রতিফল প্রদান করেছি। এটা তাদের প্রতি আমার যুল্ম নয়, আমি তো আমার বান্দাদের প্রতি মোটেই যুল্ম করিনা। জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিককে চীৎকার করে ডাক দিয়ে বলবে :

يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ তোমার রাব্ব যেন আমাদেরকে নিঃশেষ করে দেন। ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন, হাজ্জাজ ইব্ন মিনহায (রহঃ) আমাদেরকে বলেছেন, তিনি সুফিয়ান ইব্ন উয়াইনাহ (রহঃ) থেকে, তিনি আমর ইব্ন 'আতা (রহঃ) থেকে, তিনি সাফওয়ান ইব্ন ইয়া'লা (রহঃ) থেকে, তিনি তার পিতা থেকে বর্ণনা করেন যে, তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মিম্বরের উপর وَنَادَوْا يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ এ আয়াতটি পাঠ করতে শোনেন। অতঃপর তিনি বলেন যে, জাহান্নামীরা মৃত্যু কামনা করবে যাতে শাস্তি হতে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) কিন্তু আল্লাহ তা'আলার পক্ষ হতে এটা ফাইসালা হয়ে গেছে যে, না তাদের মৃত্যু হবে এবং না তাদের শাস্তি হালকা করা হবে। যেমন আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَا يُقْضَىٰ عَلَيْهِمْ فِيمَوتُوا وَلَا تُخَفَّفُ عَنْهُمْ مِنْ عَذَابِهَا

তাদের মৃত্যুর আদেশ দেয়া হবেনা যে, তারা মরবে এবং তাদের জন্য জাহান্নামের শাস্তিও লাঘব করা হবেনা। (সূরা ফাতির, ৩৫ : ৩৬) আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন :

وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى. الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرَى. ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا

وَلَا يَحْيَىٰ

আর ওটা উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগা। সে ভয়াবহ অগ্নিকুণ্ডে প্রবেশ করবে। অতঃপর সে সেখানে মরবেও না, বাঁচবেও না। (সূরা ‘আলা, ৮-৭ : ১১-১৩)

যখন জাহান্নামীরা জাহান্নামের রক্ষক মালিকের কাছে আবেদন করবে যে, আল্লাহ তা‘আলা যেন তাদের মৃত্যু ঘটিয়ে দেন, তখন মালিক উত্তরে বলবে : **إِنَّكُمْ مَّا كُثُونَ** তোমরা এখানে এভাবেই থাকবে, তোমাদের আর মৃত্যু হবেনা।

لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنْ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ এরপর মহান আল্লাহ তাদের দুষ্কার্যের বর্ণনা দিচ্ছেন যে, যখন তিনি তাদের সামনে সত্যকে পেশ করেন অর্থাৎ তাদের সামনে তা স্পষ্টভাবে বর্ণনা করে দেন তখন তারা তা মেনে নেয়াতো দূরের কথা, ওর প্রতি ঘৃণা প্রকাশ করে মুখ ফিরিয়ে নেয়। ওটা তারা মানতেই চায়না। তাই তারা হক পন্থীদেরকে ঘৃণার চোখে দেখে। তারা অসত্য ও অন্যায়ের দিকেই ঝুঁকে থাকে এবং অসৎ পন্থীদের সাথেই রয়েছে তাদের খুব মিল মহব্বত। সুতরাং তাদেরকে বলা হবে : তোমরা আজ নিজেদেরকেই ভর্ৎসনা কর এবং নিজেদের উপরই দুঃখ-আফসোস কর। কিন্তু সেদিন তাদের আফসোসেও কোন উপকার হবেনা। এরপর ইরশাদ হচ্ছে :

أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ তারা জঘন্য চক্রান্তের ইচ্ছা করেছিল, তখন আমিও কৌশল করেছিলাম। মুজাহিদ (রহঃ) এটার এই তাফসীর করেছেন (তাবারী ২১/৬৪৬) এবং এর স্বপক্ষে আল্লাহ সুবহানাহুর নিম্নের উক্তিটি রয়েছে :

وَمَكْرُؤًا مَكْرًا وَمَكْرَنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ

তারা এক চক্রান্ত করেছিল এবং আমিও এক কৌশল অবলম্বন করলাম, কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি। (সূরা নামল, ২৭ : ৫০) মুশরিকরা সত্যকে এড়িয়ে চলার জন্য নানা প্রকারের কৌশল অবলম্বন করত। আল্লাহ তা‘আলাও তখন তাদেরকে ধোঁকার মধ্যেই রেখে দেন এবং তাদের দুষ্কর্মের শাস্তি তাদের ঘাড়ের উপর এসে না পড়া পর্যন্ত তাদের চক্ষু খুলল না। এ জন্যই এর পরেই প্রবল পরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

أَمْ يَحْسِبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَىٰ وَرُسُلْنَا لَدَيْهِمْ তারা কি মনে করে যে, আমি তাদের গোপন বিষয় ও মন্ত্রণার খবর রাখিনা? তাদের ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। আমি অবশ্যই তাদের সমস্ত গোপন বিষয়

অবগত রয়েছি। আর আমার মালাইকা তাদের নিকট থেকে সবকিছু লিপিবদ্ধ করে। অর্থাৎ আমি নিজেইতো তাদের সমস্ত গোপন বিষয়ের খবর রাখি, তদুপরি আমার নির্ধারিত মালাইকা/ফেরেশতারা তাদের ছোট-বড় সব আমলই লিপিবদ্ধ করে রাখছে।

৮১। বল : দয়াময় আল্লাহর কোন সন্তান থাকলে আমি হতাম তার উপাসকগণের অগ্রণী।	৪১. قُلْ إِنْ كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَبِيدِينَ
৮২। তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর মহান অধিপতি এবং আরশের অধিকারী।	৪২. سُبْحَنَ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ
৮৩। অতএব তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত বাক-বিতন্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও।	৪৩. فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ
৮৪। তিনিই মা'বুদ নভোমন্ডলের, তিনিই মা'বুদ ভূতলের এবং তিনি প্রজ্ঞাময়, সর্বজ্ঞ।	৪৪. وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌُ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ
৮৫। কত মহান তিনি, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী এবং এইগুলির মধ্যবর্তী সব কিছুর	৪৫. وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

<p>সার্বভৌম অধিপতি! কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে এবং তাঁরই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে।</p>	<p>السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ</p>
<p>৮৬। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত।</p>	<p>۸۶. وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ</p>
<p>৮৭। যদি তুমি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে তাহলে তারা অবশ্যই বলবে : আল্লাহ! তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে?</p>	<p>۸۷. وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ فَاَنىٰ يُؤَفَّكُونَ</p>
<p>৮৮। আমি অবগত আছি রাসূলের এই উক্তি : হে আমার রাক্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা।</p>	<p>۸۸. وَقِيلَ يَرْبِّ إِنَّا هَتُّوْلَآءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ</p>
<p>৮৯। সুতরাং তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল : সালাম! তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।</p>	<p>۸۹. فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ.</p>

আল্লাহর কোন সন্তান নেই

হে قُلْ إِن كَانَ لِلرَّحْمَنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّلُ الْعَابِدِينَ : আল্লাহ তা'আলা বলেন :

মুহাম্মাদ! তুমি ঘোষণা করে দাও : যদি এটা মেনে নেয়া হয় যে, আল্লাহর সন্তান রয়েছে তাহলে আমিই হতাম প্রথম ব্যক্তি যে তাঁর ইবাদাত করত। আমি তাঁর না কোন আদেশ অমান্য করি এবং না তাঁর হুকুম হতে বিমুখ হই। যদি এরূপই হত তাহলে আমিই সর্বপ্রথম এটা স্বীকার করে নিতাম। কিন্তু মহান আল্লাহর সন্তা এরূপ নয় যে, কেহ তাঁর সমান ও সমকক্ষ হতে পারে। এটা স্মরণ রাখার বিষয় যে, শর্তরূপে যে বাক্য আনয়ন করা হয় তা পূর্ণ হয়ে যাওয়া যরুরী নয়। এমন কি ওর সম্ভাবনাও যরুরী নয়। যেমন মহামহিমাবিত আল্লাহ বলেন :

لَوْ أَرَادَ اللَّهُ أَنْ يَتَّخِذَ وَلَدًا لَأَصْطَفَىٰ مِمَّا سَخَّلَ مَا يَشَاءُ سُبْحَنَهُ ۖ هُوَ

اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ

আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করতে ইচ্ছা করলে তিনি তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা মনোনীত করতে পারতেন। পবিত্র ও মহান তিনি। তিনিই আল্লাহ এক, প্রবল পরাক্রমশালী। (সূরা যুমার, ৩৯ : ৪)

سُبْحَانَ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا يَصِفُونَ আল্লাহ তা'আলা বলেন : তারা যা আরোপ করে তা হতে পবিত্র ও মহান, আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর অধিপতি এবং আরশের অধিকারী। তিনিতো এক, অভাবমুক্ত। তাঁর কোন উযির-নাযীর, সমকক্ষ ও সন্তান নেই। মহাপরাক্রান্ত আল্লাহ বলেন :

فَذَرَهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّىٰ يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوعَدُونَ হে নাবী!

তাদেরকে যে দিনের কথা বলা হয়েছে তার সম্মুখীন হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত তাদেরকে তুমি বাক-বিতণ্ডা ও ক্রীড়া-কৌতুক করতে দাও। তারা এসব খেল-তামাশা ও ক্রীড়া-কৌতুকে লিপ্ত থাকবে এমনতাবস্থায়ই তাদের উপর কিয়ামাত এসে পড়বে। ঐ সময় তারা তাদের পরিণাম জানতে পারবে।

আল্লাহর অনন্যতা/অদ্বিতীয়তা

وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَهٌ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْعَلِيمُ এরপর মহান আল্লাহর মাহাত্ম্য ও শ্রেষ্ঠত্বের আরও বর্ণনা দেয়া হচ্ছে যে, যমীন ও আসমানের সমস্ত মাখলুক তাঁর ইবাদাতে লিপ্ত রয়েছে এবং সবাই তাঁর সামনে অপারগ ও শক্তিহীন। তিনিই প্রজ্ঞাময় ও সর্বজ্ঞ। যেমন আল্লাহ তা'আলা অন্য জায়গায় বলেন :

وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ

আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে ঐ এক আল্লাহই রয়েছেন, তোমাদের অপ্রকাশ্য ও প্রকাশ্য সব অবস্থাই তিনি জানেন, আর তোমরা যা কিছু কর তাও তিনি পূর্ণরূপে অবগত আছেন। (সূরা আন'আম, ৬ : ৩)

وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ

কত মহান তিনি যিনি আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী এবং এগুলির মধ্যস্থিত সবকিছুর সার্বভৌম অধিপতি! কোন সন্তান থাকা থেকে তিনি পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সর্বপ্রকারের দোষ হতে পবিত্র ও মুক্ত। তিনি সবারই অধিকর্তা। তিনি সর্বোচ্চ, সমুন্নত ও মহান। এমন কেহ নেই যে তাঁর কোন হুকুম টলাতে পারে। কেহ এমন নেই যে তাঁর মজীর পরিবর্তন ঘটাতে পারে। সবকিছুই তাঁর অধিকারভুক্ত। সবকিছুই তাঁর ক্ষমতাবীন। কিয়ামাতের জ্ঞান শুধু তাঁরই আছে। তিনি ছাড়া কিয়ামাত সংঘটিত হওয়ার সঠিক সময়ের জ্ঞান কারও নেই। তাঁর নিকট সবাই প্রত্যাবর্তিত হবে। প্রত্যেককেই তিনি তার কৃতকর্মের প্রতিফল প্রদান করবেন। সৎ আমলের জন্য উত্তম প্রতিদান এবং অসৎ আমলের জন্য শাস্তি প্রদান করা হবে।

মুশরিকদের সুপারিশ করার কোন সুযোগ থাকবেনা

وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। অতঃপর আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন : আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই। অর্থাৎ কাফিরেরা তাদের যেসব বাতিল মা'বুদকে তাদের সুপারিশকারী মনে করে রেখেছে, তাদের কেহই সুপারিশের জন্য সামনে এগিয়ে যেতে পারবেনা। কারও সুপারিশে তাদের কোন উপকার হবেনা। এরপরে 'ইসতিসনা মুনকাতা' রয়েছে অর্থাৎ তবে তারা ব্যতীত যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয়। আর তারা নিজেরাও অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন। আল্লাহ তা'আলা সৎ লোকদেরকে তাদের জন্য সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন এবং সেই সুপারিশ তিনি কবুল করবেন।

মূর্তি পূজকরা স্বীকার করে যে, আল্লাহই স্রষ্টা

ওকিন সألْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى

এরপর মহান আল্লাহ বলেন : **وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّى** হে নাবী! তুমি যদি এই কাফিরদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, কে তাদেরকে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা জবাবে অবশ্যই বলবে : আল্লাহ। তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে? অর্থাৎ এটা বড়ই পরিতাপের বিষয় যে, তারা আল্লাহ তা‘আলাকে এককভাবে সৃষ্টিকর্তা মেনে নেয়ার পরেও এর সাথে সাথে অন্যদেরও তারা উপাসনা করছে যারা সম্পূর্ণরূপে শক্তিহীন! তারা একটুও চিন্তা করে দেখেনা যে, সৃষ্টি যখন একজনই করেছেন তখন অন্যদের ইবাদাত করা যায় কি করে? তাদের অজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতা এত বেশি যে, এই সহজ সরল কথাটি মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তও তারা বুঝতে পারেনা। আর বুঝালেও তারা সেই অনুযায়ী আমল করেনা। তাইতো মহান আল্লাহ বিস্ময় প্রকাশ পূর্বক বলেন : তবুও তারা কোথায় ফিরে যাচ্ছে!

আল্লাহর কাছে রাসূলের (সাঃ) অভিযোগ

وَقِيلَ يَا رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ

নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের এ বক্তব্য বললেন অর্থাৎ স্বীয় রবের নিকট স্বীয় কাওমের অবিশ্বাসকরণের অভিযোগ করলেন এবং বললেন যে, তারা ঈমান আনবেনা। যেমন অন্য আয়াতে রয়েছে :

وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ إِنَّ قَوْمِي اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا

রাসূল বলল : হে আমার রাব্ব! নিশ্চয়ই আমার কাওম এই কুরআনকে পরিত্যাগ করেছে। (সূরা ফুরকান, ২৫ : ৩০) আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), মুজাহিদ (রহঃ) এবং কাতাদাহ (রহঃ) এরূপ মতামত ব্যক্ত করেছেন। ইমাম ইব্ন জারীরও (রহঃ) এই তাফসীরই করেছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬)

رَبِّ إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ

হে আমার রাব্ব! এই সম্প্রদায়তো ঈমান আনবেনা। (সূরা যুখরুফ, ৪৩ : ৮৮) ইমাম বুখারী (রহঃ) বলেন : আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) (৪৩ : ৮৮) আয়াতটি **وَقَالَ الرَّسُولُ يَرْبِّ** এবং রাসূল তখন বলেন : হে আমার রাব্ব! এভাবে পাঠ করতেন। (ফাতহুল বারী ৮/৪৩১) মুজাহিদ (রহঃ) এ আয়াতের

ব্যাখ্যায় বলেন যে, আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তির উদ্ধৃতি দিয়েছেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) কাতাদাহ (রহঃ) বলেন : এটা তোমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামের উক্তি, তিনি স্বীয় রবের কাছে স্বীয় কাওমের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। (তাবারী ২১/৬৫৬) সূরার শেষে ইরশাদ হচ্ছে :

فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَامٌ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ (হে নাবী)! সুতরাং তুমি

তাদেরকে উপেক্ষা কর এবং বল : সালাম; শীঘ্রই তারা জানতে পারবে। অর্থাৎ নাবী সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম যেন এ কাফিরদের মন্দ কথা র জবাব মন্দ কথা দ্বারা না দেন, বরং তাদের মন জয়ের জন্য কথায় ও কাজে উভয় ক্ষেত্রেই যেন নম্রতা ও কোমলতা অবলম্বন করেন এবং ‘সালাম’ (শান্তি) এ কথা বলেন। ‘সত্বরই তারা প্রকৃত অবস্থা জানতে পারবে’ এর দ্বারা মহান আল্লাহর পক্ষ হতে মুশরিকদেরকে কঠিনভাবে ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে। আর এটা হয়েও গেল যে, তাদের উপর এমন শান্তি আপতিত হবে যা টলানোর নয়। এভাবে আল্লাহ তা‘আলা স্বীয় দীনকে সমুন্নত করলেন এবং স্বীয় কালেমাকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মু‘মিন ও মুসলিম বান্দাদেরকে শক্তিশালী করলেন। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ এবং শত্রুদেরকে নির্বাসনের হুকুম দিয়ে দুনিয়ায় এমনভাবে জয়যুক্ত করলেন যে, আল্লাহর দীনের মধ্যে অসংখ্য লোক প্রবেশ করল এবং প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে ইসলাম ছড়িয়ে পড়ল। সুতরাং প্রশংসা আল্লাহরই জন্য। আর তিনিই সর্বাপেক্ষা ভাল জ্ঞান রাখেন।

সূরা যুখরুফ এর তাফসীর সমাপ্ত।